মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

স্বাধীনতার মহানায়ক

“সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে।
তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।
তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান।
তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

২২

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

প্রকাশনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

উপদেষ্টা

জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তত্ত্বাবধান

জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সম্পাদনা

জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, পিএএ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আবুল হাশেম, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, উপ-পরিচালক (অর্থ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ ড. ভেনিসা রড্রিক্স, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ ইসমেত ফারজানা, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব সৈয়দ সালমান বিন কাদের, সহকারী প্রোগ্রামার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সহযোগিতা

জনাব মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ, সিস্টেমস ম্যানেজার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব সৈয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশতিয়াক আহমেদ, সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (অর্থ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ ইয়াসমিন আক্তার, সহকারী প্রোগ্রামার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ সুবর্না নাসরিন, সহকারী প্রোগ্রামার (অর্থ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ডিজাইন

ছাপাঘর
মোবাইল : ০১৭০৭ ০৭৯৮৩৬
ই-মেইল : info@chhapaghar.com
ওয়েব : www.chhapaghar.com

মুদ্রণ

রাইজিং প্রিন্টিং এন্ড মিডিয়া

“আমরা ডিজিটাল
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি।
ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছি।
ইন্টারনেট গ্রাহক ৮ কোটির বেশি।
৫ হাজার ২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল
সেন্টার এবং ৫০০টি ই-পোস্ট
থেকে ২০০ ধরণের ডিজিটাল
সেবা প্রদান করা
হচ্ছে।”

শেখ হাসিনা, এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে”

সজীব ওয়াজেদ
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

> “আমরা হব জয়ী, আমরা দুর্বার,
> ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে,
> আইসিটি হবে হাতিয়ার।”

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গঠনে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। উদ্ভাবন আর রূপান্তরের মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তিগত সরকারি এবং বেসরকারি সেবা আজ জনগণের হাতের মুঠোয়। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল, জ্ঞানভিত্তিক ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশে আইসিটি সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার, প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন, নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ, মান-নিয়ন্ত্রন ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-সার্ভিস প্রদান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ আইসিটি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, তরুণ যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার অতুলনীয় অবদান রেখেছে। এই লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের সকল জনগণকে ইন্টারনেট কভারেজের আওতায় আনয়ন, ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদন, ই-সেবা, ই-মিউটেশনসহ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সহজলভ্য হয়েছে। দেশব্যাপী শিক্ষার মানোন্নয়নে এ অধিদপ্তর এর আওতাধীন “সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সৌদি আরবসহ সারাদেশে মোট ৪১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তর হতে “প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে ২১ জেলায় মোট ১০৫০০ জন নারীকে স্বনির্ভর করা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর হতে গৃহীত সার্বিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পাদিত কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি যা জনসাধারণের নিকট আরো সুস্পষ্টতা এবং জবাবদিহিতার প্রতিফলন ঘটাবে। পরিশেষে, অত্র অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব

মুখবন্ধ

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার; পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার একটি বিপ্লবী দর্শনের নাম। টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা ও ভাষাগত দক্ষতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে 'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ও সৌদি আরবে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪০১৬টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" এবং ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম" স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গুনগত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ, ৬ষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ICT শিক্ষাদানসহ ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তরুণ-তরুণীদের দেশে ও বিদেশে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৯টি ভাষার উপর তৈরীকৃত ভাষাগুরু সফটওয়ারের উপর ১০২৪ জনকে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নতুন করে সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা হবে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গুনগত শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণে সারাদেশব্যাপী স্থাপিতব্য ৫০০০টি ল্যাবের মধ্য থেকে ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে "স্কুল অব ফিউচার" এ রূপান্তর করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তরুণ যুবসমাজকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২১ টি জেলায় মোট ১০৫০০ জন নারীকে স্বনির্ভর করা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বাংলাদেশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্য ও প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমুদয় কর্মকান্ড ও সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণনয় করা হয়েছে 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০১৯-২০২০' যা খুবই তথ্যবহুল। এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতিকর্মে আমার সহকর্মী যারা তথ্য প্রদানে সহযোগীতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০১৯-২০২০' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর-এর বাৎসরিক কর্মকান্ডের একটি প্রতিচ্ছবি যা অধিদপ্তরের আগামী কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর পটভূমি, ভিশন ও মিশন	১৫
২	কার্যাবলী	১৬
৩	সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
৪	জনবল কাঠামো	১৮
৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	১৮
৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২০
৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা	২২
৮	ইনোভেশন কার্যক্রম	২৩
৯	২০১৯-২০ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ	৩০
	৯.১ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ	৩০
	৯.২ অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ (প্রধান কার্যালয়)	৩২
	৯.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৩২
	৯.৪ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য	৩৩
	৯.৫ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩৪
	৯.৬ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৩৪
১০	ট্রেনিং ডেটাবেজ প্লাটফর্ম এবং আইসিটি অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন	৩৪

১১	মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে Video Conference আয়োজন	৩৭
১২	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্ট/মেলা/সামিটসমূহ	৩৮
	১২.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯	৩৮
	১২.২ অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা ২০২০	৪৯
	১২.৩ অনলাইন বিপিও ইভেন্টস ২০২০	৫০
১৩	দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ)	৫১
১৪	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	৫২
	১৪.১ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	৫২
	১৪.২ প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT) প্রকল্প	৫৮
১৫	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচি	৬২
	১৫.১ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায় (Establishment of Sheikh Russel Digital Labs-2nd Phase)	৬২
	১৫.২ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন কর্মসূচি	৬৩
১৬	সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ	৬৭
১৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৭১
	১৭.১ "শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন-২য় পর্যায়"(She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT-Phase-2)	৭১
	১৭.২ "এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি" প্রকল্প: Establishing Digital Connectivity (EDC)	৭২
	১৭.৩ সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন প্রকল্প (Establishment of LED Display Board in 492 Upazilas)	৭৩
	১৭.৪ ডিজিটাল অপরচুনিটি ফর ইয়ুথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))	৭৫
	১৭.৫ Accelerating Digital Content Industry (ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প)	৭৮
	১৭.৬ Digitalization of Island, Haor and Beel	৭৯

১. পটভূমি, ভিশন ও মিশন

১.১ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা সমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান; রক্ষণাবেক্ষণ; বাস্তবায়ন; সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়ন; সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে **'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর'** গঠিত হয়।

১.২ রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

২. আইসিটি অধিদপ্তরের কার্যাবলী:

০১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

০২ কানেক্টিভিটি স্থাপন

০৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

০৪ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

০৫ কারিগরি সেবা প্রদান

০৬ আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণ ও সম্প্রসারণ

০৭ আইসিটি শিল্পের বিকাশ

০৮ আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ

০৯ ই-সেবা বাস্তবায়ন

১০ স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ

৩ সাংগঠনিক কাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক — ১৮৬৮

জনবল = ৪
- ১ × মহাপরিচালক/অতিঃ সচিব/যুগ্ম সচিব
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

অতিরিক্ত মহাপরিচালক — ৫৭

জনবল = ৪
- ১ × অতিরিক্ত মহাপরিচালক
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

সিস্টেম্‌স ম্যানেজার — ১৫

জনবল = ৪
- ১ × সিস্টেম্‌স ম্যানেজার
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) — ৩৫

জনবল = ৪
- ১ × পরিচালক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) — ১৮

জনবল = ৫
- ১ × পরিচালক
- ১ × ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ) — ১১

জনবল = ৪
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর

জনবল = ৪
- ১ × নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার
- ১ × ল্যাব এটেন্ডেন্ট

জনবল = ৩
- ১ × মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ল্যাব এটেন্ডেন্ট

উপ-পরিচালক (প্রশাসন) — ২৫

জনবল = ২
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (অর্থ) — ৬

জনবল = ২
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) — ১৩

জনবল = ৩
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × এম.এল.এস.এস

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

জনবল = ২০
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ × কম্পিউটারঅপারেটর
- ১ × ক্যাটালগার
- ১ × উচ্চমানসহকারী
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১ × স্টোরকিপার
- ১ × প্লাম্বার
- ২ × ড্রাইভার
- ১ × ডেসপাস রাইডার
- ১ × এম.এল.এস.এস
- ৪ × নিরাপত্তা প্রহরী
- ১ × মালি
- ৩ × সুইপার

সহকারী পরিচালক (অর্থ)

জনবল = ৪
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- ১ × হিসাব রক্ষক
- ১ × ক্যাশিয়ার

সহকারী পরিচালক (সেবা)

জনবল = ৩
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × এম.এল.এস.এস

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

জনবল = ২
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

জনবল = ৪
- ১ × নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
- ১ × ল্যাব এটেনডেন্ট

জনবল = ৪
- ১ × মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর

জেলা কার্যালয় — ৩২৮

জনবল = ৫ × ৬৪
- ১ × প্রোগ্রামার
- ১ × সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × অফিস সহায়ক

জনবল = ১ × ৮
- ১ × পরিচ্ছন্ন কর্মী

উপজেলা কার্যালয় — ১৪৬৪

জনবল = ৩ × ৪৮৮
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
- ১ × অফিস সহায়ক

৪ জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)

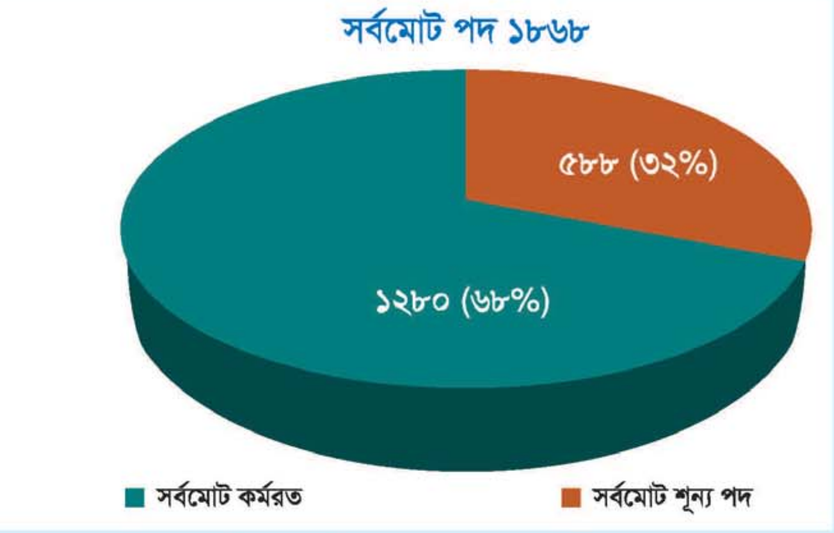

* শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নরূপঃ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

অফিস	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	শতকরা(%)
প্রধান কার্যালয়	২০৬৭৯০.০০	১৬০৭৭৯.০০	৭৮%
জেলা কার্যালয়	৬১৮৯১.০০	৫৪৮২১.০০	৮৯%
উপজেলা কার্যালয়	৪৮২৪৪৩.০০	৪২৩১৩৯.০০	৮৮%

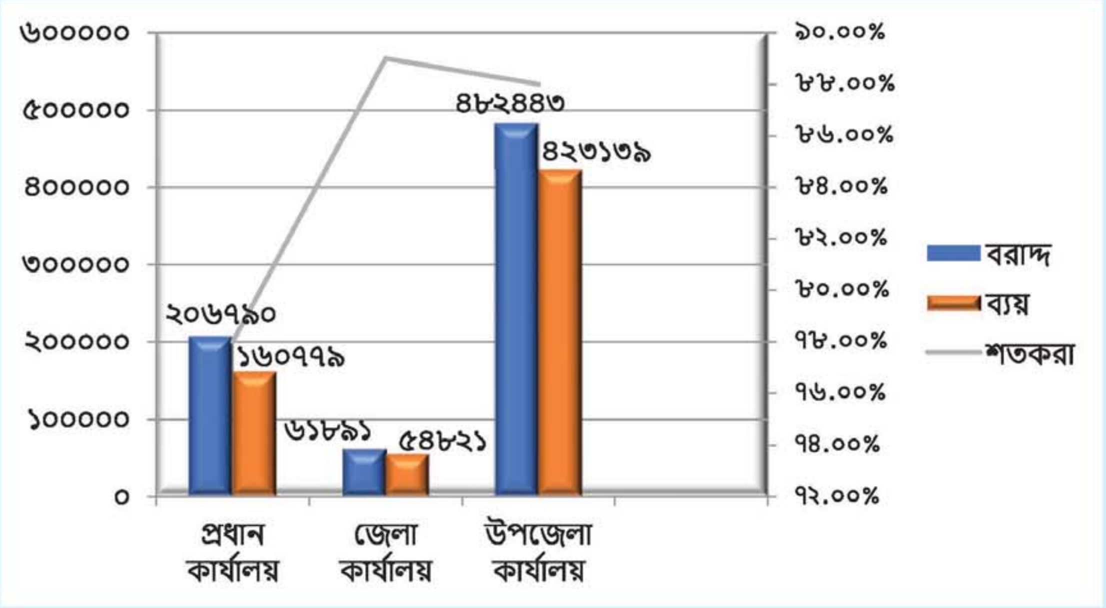

চিত্র ১: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

*কোভিড পরিস্থিতির কারনে অনেক আর্থিক কোডের অর্থ ব্যয় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৫.১ এক নজরে বিভিন্ন অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন বরাদ্দ	২২৬.৯৩	২১৯৬.১০	৩৩৪০.৯১	৪০০৩.৩৫	৪০৭৬.৫৩	৪৭২০.১৭	৭৫১১.২৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	২১৬.১১	৫৭৯.৭৫	২৮৫৪.৯১	৩১৫৬.৭২	৩৩৩৩.৬৩	৩৭১২.২৭	৬৩৮৭.৩৯
শতকরা	৯৫.২৪	২৬.৪০	৮৫.৪৬	৭৮.৮৫	৮১.৭৮	৭৮.৬৫	৮৫

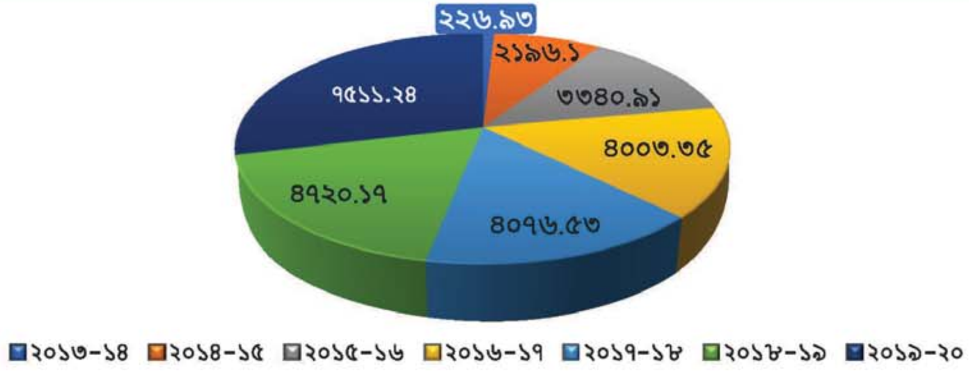

চিত্র ২: বিভিন্ন অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.২ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

আইসিটি অধিদপ্তর ই-জিপির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে। এর মধ্যে রাজস্ব বাজেট হতে মোট চারটি টেন্ডার সম্পন্ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়সহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। প্রথমবারের মত ই-জিপির মাধ্যমে আরএফকিউ পদ্ধতি ব্যবহার করে অল-ইন-ওয়ান টাইপ প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়।

৫.৩ সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++)

সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++) এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস-সমূহে বিভিন্ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এই প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা সহ অফিস ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বাজেট প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণের বাজেট এই সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহের কোডে বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। আইবাস++ সিস্টেমটি চালুর পর থেকে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিল স্বল্প সময়ের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ এবং দ্রুততার সাথে এ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৫.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

অর্থ বছর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত মোট উনিশটি অডিট আপত্তি রয়েছে। এর মধ্যে বারটি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে। অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা সাতটি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অডিট এখনও অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়নি।

৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩/০৬/২০১৯ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ সম্পাদিত হয়।

চিত্র ৩ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এছাড়া গত ১৪/০৬/২০১৯ তারিখে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে (৬৪ জেলা) কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২৩টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ এখানে দেখানো হলো।

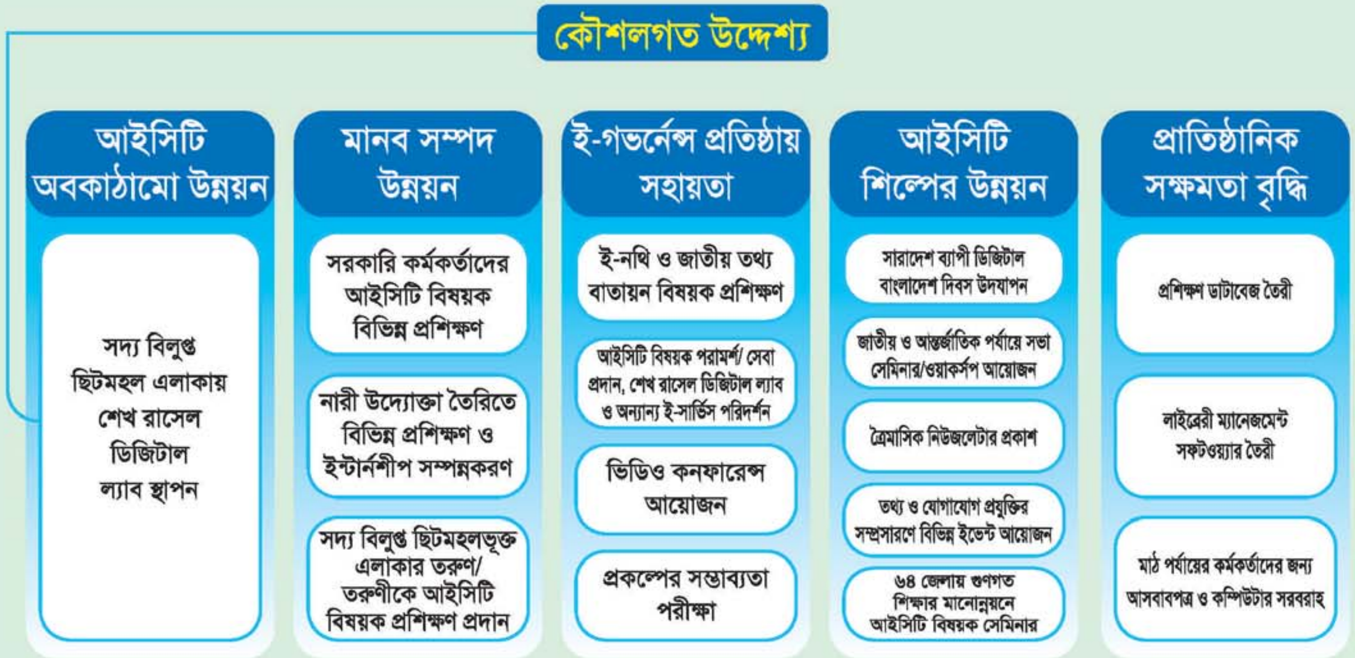

চিত্র ৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৫০০ জন	৪৫০৪ জন
সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০০ জন	৩৩৪ জন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন	১২ ডিসেম্বর ২০১৯ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	উদ্‌যাপিত
	২টি ইভেন্ট আয়োজন	আয়োজিত
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাঠ পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ/সেবা প্রদান	৮৩০০ জন	৮৩৫৩ জন

চিত্র ৫: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে গত ০৯/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া এ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহ (৬৪ জেলা) গত ১৫/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। এ অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে স্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ।

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	৪টি	৪টি
২	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৩	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণ সভা	১টি	১টি
৪	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৫০ জন	২০০ জন
৬	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৫০ জন	১৫৬ জন
৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গাইডলাইন, সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, সেবা সহজিকরণ নির্দেশিকা মোতাবেক কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০ জন	২০০ জন
৮	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৯	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০০%	১০০%
১১	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	২০টি	২৬টি
১২	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৫০%	৫০%
১৩	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	৩১ মার্চ, ২০২০	২৫ মার্চ, ২০২০
১৪	ই-রিকুইজিশন সিস্টেম প্রচলন ও অনলাইন স্টোর সিস্টেম প্রচলন	১০০%	১০০%
১৫	শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	৩ লক্ষ	৬.২৫ লক্ষ

৭.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানঃ

আইসিটি অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালার আলোকে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার
উপ-পরিচালক (অর্থ)
প্রধান কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ওয়াদুদুর রহমান
প্রোগ্রামার
প্রধান কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ তানিয়া আফরোজ
সহকারী প্রোগ্রামার
উপজেলা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব রাসেল মিয়া
কম্পিউটার অপারেটর
প্রধান কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন
কম্পিউটার অপারেটর
জেলা কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

৮ ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন বিষয়ে ইনোভেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে ০৮টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সাফল্যের সাথে নিম্মোক্ত দুইটি ইনোভেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছেঃ

১। সেবার নামঃ কানেক্ট ডিওআইসিটি

ভূমিকা ঃ

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দিনে দিনে আইসিটি অধিদপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম কে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং জনগণের দোরগোড়ায় বিভিন্ন নতুন সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম এর আওতায় আনার জন্য Connect DoICT Mobile App তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যেমন: অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি, নতুন চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা, বিভিন্ন সেবা সরবরাহকারীদের সাথে অধিদপ্তরকে সংযুক্তকরণ, দ্রুততার সাথে বিভিন্ন নোটিশ, নোটিফিকেশন সবার মাঝে প্রেরণ ইত্যাদি। এই অ্যাপের মাধ্যমে অধিদপ্তরের একজন অনুমোদিত ব্যবহারকারী তাঁর নিজের তথ্য আপলোড, সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারে।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ

১। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ থাকবে ফলে সহজেই সকলের তথ্য পাওয়া যাবে;

২। দ্রুততার সাথে বিভিন্ন নোটিশ, নোটিফিকেশন সবার মাঝে প্রেরণ;

৩। বিভিন্ন ইভেন্ট এবং সার্ভিস সর্ম্পকিত তথ্য সহজেই দেখা;

৪। সরকারী বিভিন্ন জরুরী অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ডাউনলোডের সুবিধা;

৫। অনলাইন ভিত্তিক মিনি নিউজ পোর্টাল;

৬। নিজের স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ এবং নোটিফিকেশন এর সুবিধা; ইত্যাদি।

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

এটি একটি মোবাইলভিত্তিক অনলাইন প্লাটফর্ম যার মাধ্যমে সহজেই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বিত প্লাটফর্মে আনা সম্ভব হয়েছে। ক্লাউড বেইজড নোটিফিকেশন সহ অন্যান্য ফিচারের মাধ্যমে সবাইকে বিভিন্ন তথ্য সর্ম্পকে নিমিষেই অবহিত করা সম্ভব। কাগজপত্র/তথ্যপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও যাচাই করতে সময় কম লাগবে। বেশিরভাগ তথ্য ও রের্কডপত্র ডিজিটাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে করা, ফরম প্রাপ্তি, অনলাইনভিত্তিক নিউজ সার্ভিস, ইভেন্ট, সার্ভিস, নিজ স্বাস্থ্য ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একস্থান হতে প্রয়োজনীয় নিজ তথ্য হালনাগাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

ক্ষেত্র	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সময়	০৭-০৮ দিন	১-২ ঘন্টা
খরচ	৫০০-১০০০ টাকা	১০ টাকা
ভিজিট	২-৩ বার	যে কোন জায়গায় বসে
ধাপ	০৯ টি	০২ টি
সেবা প্রাপ্তির স্থান	নির্দিষ্ট ডেস্ক	পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বসে এই সেবা প্রদান এবং গ্রহণ করা যায়

বর্তমান ফিচারসমূহঃ

০১। নোটিশঃ (ডিওআইসিটি ওয়েব পোর্টাল এবং অভ্যন্তরীণ); ০২। স্ক্রল নোটিফিকেশন; ০৩। অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী সার্চ; ০৪। চ্যাট ফিচার; ০৫। সার্ভিস; ০৬। ইভেন্ট; ০৭। গুরুত্বপূর্ণ ফাইল খোজা; ০৮। জরুরি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ নাম্বারসমূহ; ০৯। নিউজ (অভ্যন্তরীণ); ১০। আমার স্বাস্থ্য; ১১। ক্লাউড পুশ ম্যাসেজ ; ১২। অন্যান্য

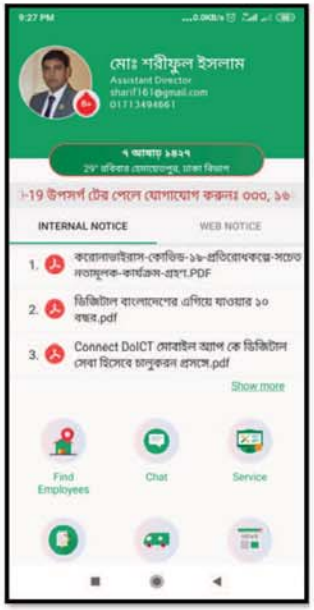

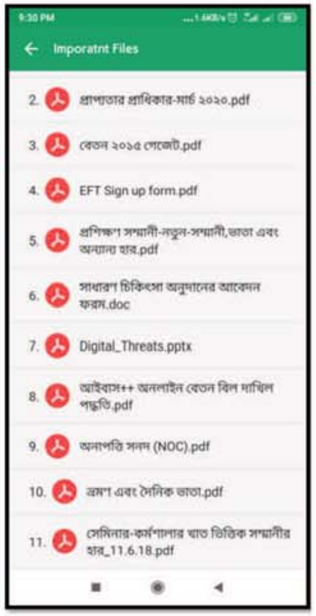

২। সেবার নামঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা

ভূমিকাঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামারগণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত এপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার, ইন্টারনেট কানেকটিভিটিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত অসুবিধাসমূহ দেখা যায়-

- নাগরিক পর্যায়: অভিযোগ দাখিলের যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা ক্ষেত্র বিশেষে কোথায় কার নিকট দাখিল করতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকা। অভিযোগ দাখিলের পর সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি না থাকা।
- সরকারি পর্যায়: বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ততার অভাব। তদুপরি রেকর্ড/তথ্যপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা

- উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা।
- নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠাতে হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজে সংরক্ষিত হবে।

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

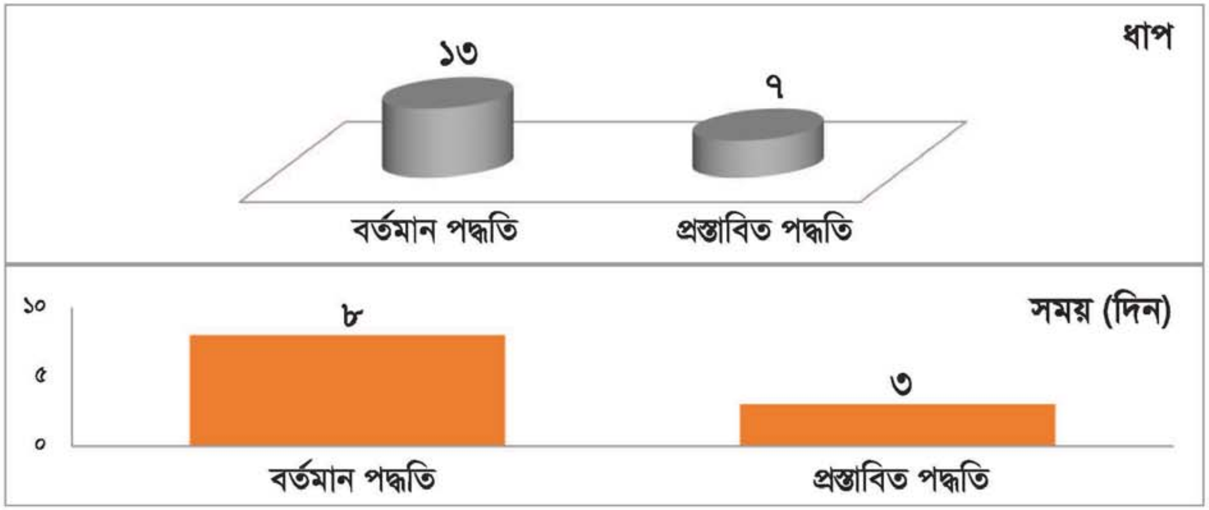

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠাতে হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজে সংরক্ষিত হবে। এতে করে একটা ডাটাবেইজ তৈরি হবে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা সমাধানে তেমন জটিলতা হবে না। এতে সরকারি সেবা প্রদানে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারে আগ্রহ পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া ডাটাবেইজ থেকে ইতোমধ্যে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহের তথ্য খুঁজে নিয়ে সহজেই তারা নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা যাবে যাতে করে জেলা হতে প্রতিদিন কতজন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন তা জানা যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থ বছর ২০১৯-২০২০ এ গ্রহণকৃত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

ক্র. নং	উদ্ভাবকগনের নাম ও পদবী	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	মোঃ আবদুল্লাহ বিন ছালাম, প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, বরগুনা। মোবাইলঃ ০১৭১২২৬৪৬৯৪ Email: doict.barguna @gmail.com	ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন মনিটরিং ও Smart Kiosk Machine এর সাহায্যে সেবা প্রদান	ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি পরিদর্শণ রিপোর্ট প্রনয়ণ করা আরও সহজ হবে। অনলাইন বেইজড্ রিপোর্ট প্রনয়ণের পদ্ধতি হবে একটি কাস্টমাইজড সফটওয়্যার যেখানে যে কেউ তার নিজস্ব পরিদর্শন ছক তৈরি করতে পারবে। এবং ভবিষ্যতের জন্য সেটি সংরক্ষণ করতে পারবে। একবার তৈরি হলে বারবার সে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মাধ্যমেই রিপোর্ট জেনারেট করতে পারবে। Smart Kiosk Machine এর মাধ্যমে যে কেউ তার রিপোর্ট ফিলাপ করতে পারবে (কম্পিউটার ছাড়াই)	বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা, দপ্তর, বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। কিন্তু পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণ একটি সময় সাপেক্ষ ও জটিলতাপূর্ণ কাজ। একেক জনের পরিদর্শন রিপোর্ট একেক ধরনের। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি পরিদর্শণ রিপোর্ট প্রনয়ণ করা আরও সহজ হবে।
২.	জনাব মোঃ সামিউল আলম শামীম সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা মোবাইল: 01753974035 ইমেইল: samiulcuet10 @gmail.com	নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট	বর্তমানে দুর্গাপুর উপজেলায় সদর ইউনিয়নে ৪০০০ টাকা এবং কাকৈরগড়া ইউনিয়নে ১২০০০ টাকা "নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট" এ জমা রয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে "নিরাপদ মাতৃত্ব" মোবাইল এপ্লিকেশন ডেভেলপ করা হলে বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে টাকা কালেকশন যেমন আরো সহজতর হবে তেমনি কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থাটি সেবা গ্রহীতাদের বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের মনিটরিং আরো জোরালো ভাবে করতে পারবে বলে আশা করা যায়।	কেয়ার বাংলাদেশ এন জি ও সংস্থা ৩০ জন দক্ষকর্মীর সহয়তায় দুর্গাপুর, নেত্রকোণায় তাদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তারা সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেবা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। যার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় সেবাগ্রহীতা নিজেই বহন করেন। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসার খরচ তুলনামূলক বেশি। ফলে এ খরচ দুস্থ দরিদ্র জনগন নিজে থেকে বহন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই দুস্থ দরিদ্র জনগনকে সহায়তা করার জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে "নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট" তৈরী করা হয়। যেখানে এলাকার স্বচ্ছল জনগন সেই একাউন্টে সেচ্ছায় টাকা দান করে যাচ্ছেন আর এর সুফল পাবেন হত দরিদ্র গর্ভবতী মা।

ক্র. নং	উদ্ভাবকগনের নাম ও পদবী	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩.	মাসুদ রানা সহকারী প্রোগ্রামার, ঈশ্বরদী, পাবনা, মোবাইল: ০১৭২২৮৬৮৬৩৫ ইমেইল: masud.it09 @gmail.com	Annex Solution	অ্যানেক্স সল্যুশন (Annex Solution) একটি অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়ার যার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ-পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ে দাপ্তরিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারবে, এবং প্রধান কার্যালয় থেকে যেকোন সময়ে সম্পাদিত কর্মকান্ডের রিপোর্ট দেখতে পারবে। অ্যানেক্স সল্যুশন এর সিলেক্টেড মডিউল নিম্নরূপঃ ১। ইনভেন্টরী এন্ড স্টোর ২। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ৩। যানবাহন ম্যানেজমেন্ট ৪। পেপারলেস মিটিং ম্যানেজমেন্ট ৫। এক্সপার্টিস ম্যানেজমেন্ট ৬। রেজিস্টার ম্যানেজমেন্ট	বর্তমান সময়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কার্যক্রম ম্যানুয়ালি করতে হয় যার কারণে প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ের যেকোন তথ্যের জন্য কর্মকর্তাদেরকে নোটিশ দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় যা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেমানান। যে কারনে একটা জায়গাতে সকল তথ্য প্রাপ্তি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
৪.	তানিয়া আফরোজ সহকারী প্রোগ্রামার মানিকগঞ্জ সদর মানিকগঞ্জ, মোবাইল: 01516110482, ইমেইল: taniaafroz03 @gmail.com	স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার।	Fully automated water pump controller that may totally protect water and electricity waste.	In almost every place of the country, electric motors are used for daily use of water, so that electric switches can be turned on for a specified period of time. The task is quite troublesome and many times users forget to turn off the electrical switch so that there is a large amount of water and electrical wastage every day.
৫.	মোঃ আতিকুর রহমান তালুকদার সহকারী প্রোগ্রামার চৌগাছা, যশোর	অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	অনলাইন এই সিস্টেমে সকল কর্মকর্তার তালিকা থাকবে। কোন প্রশিক্ষণ ইভেন্ট শুরু করলে সেখানে ডিফাইন করে দেয়া যাবে কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হবে এবং নামের তালিকা থেকে প্রশিক্ষনার্থীদের সিলেক্ট করে দেয়া যাবে। উল্লেখ্য এখানে কর্মকর্তাদের ক্যাটাগরি যেমন প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এমনকি যোগদানের তারিখের উপর ভিত্তি করে নামের তালিকা উপস্থাপিত হতে পারে।	আইসিটি অধিদপ্তর থেকে অনেক সময় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা সংখ্যায় অনেক থাকায় যখন বিভিন্ন ব্যাচে মনোনয়ন দেয়া হয় তখন অনেক সময় এক ব্যাচে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম পরের কোন

ক্র. নং	উদ্ভাবকগনের নাম ও পদবী	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৫.	মোবাইল: ০১৭১৭১৮৪৪৪১ ইমেইল:atique.atq @gmail.com	অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	সুতরাং উক্ত ট্রেনিং এর একটি ব্যাচ শেষ হয়ে গেলে একদম নির্ভুলভাবে পরের ব্যাচের তালিকা তৈরি করা যাবে কেননা তালিকা তৈরির সময় উপজেলা জেলা অনুসারে কর্মকর্তাদের সিলেক্ট করার অপশন থাকবে। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পর যদি দেখার দরকার পড়ে যে কি কি বিষয়ের উপর ট্রেনিং হয়েছে বা কি কি বিষয় এর উপর ট্রেনিং হয়নি এই সিস্টেমের প্রশিক্ষণের বিষয় ক্যাটাগরি থেকে খুব সহজেই সেটি দেখা যাবে। আবার মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা যেমন দেখা যাবে তেমনি প্রশিক্ষক অপশন এ গিয়ে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ গুলোর প্রশিক্ষক এর তথ্যও খুব সহজেই দেখা যাবে এই অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে।	ব্যাচেও আসে। কেননা কোন ব্যাচে কাউকে মনোনয়ন দেয়ার পর কোন জরুরী কারণে দুই একজনের নাম সংশোধণ করার দরকার হলে ম্যানুয়ালি এক্সেল ফাইলে নামের তালিকা এডিট করা হয়। আবার ম্যানুয়ালি এক্সেল ফাইল ব্যাবহার করলে বছরের বিভিন্ন সময়ে সামগ্রিক কতগুলো প্রশিক্ষণ হলো, মোট কতজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলো, কোন কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হয়েছে বা কোন কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হয়নি এখনো, প্রশিক্ষক হিসেবে কে ছিলেন, কোন বিষয়ে এই তথ্যগুলো বের করা সময় সাপেক্ষ এবং অনেকসময় নির্ভুল তথ্য না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বর্তমান পদ্ধতিতে বেশ পূর্বের কোন সময়ের তথ্য জানার দরকার হলে তখনকার ফাইল খুঁজতে হয় বা তখন যে কর্মকর্তা দায়িত্বে ছিলেন তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় ফলে সময় ও ভিজিট এর সংখ্যা বেড়ে যায়।
৬.	এ.এম.সাকিফ ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার DSA, A2I মোবাইল: ০১৭১৭১৩৬১২৯, ইমেইল: Sakif.doict @gmail.com	ডিজিটাল লকার	সকল ডকুমেন্ট এর সফট কপি স্ব স্ব দপ্তর থেকে ইস্যু করা হবে। ডিজিটাল লকারে নিবন্ধিত ব্যক্তির নিজস্ব অ্যাকাউন্টে সেগুলো জমা থাকবে। সে যে কোন জায়গা থেকে সহজেই সেগুলো দেখতে ও প্রিন্ট করতে পারবে। হারিয়ে গেলে খুব সহজে রিকভার করতে পারবে।	আমাদের সকল ডকুমেন্ট যেমন সার্টিফিকেট, জন্মনিবন্ধন, ন্যাশনাল আইডি ইত্যাদি হার্ডকপিতে ম্যানেজ করা কঠিন। কোন ডকুমেন্ট হারিয়ে গেলে সেটা পুনরুদ্ধার করা অনেক কষ্টকর।

ক্র. নং	উদ্ভাবকগনের নাম ও পদবী	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৭.	রিয়াসাত রায়হান নুর সহকারী প্রোগ্রামার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উপজেলা কার্যালয় (তিতাস), কুমিল্লা সংযুক্তঃ প্রধান কার্যালয় মোবাইল: ০১৬৭২৭০২৪৩৭ ইমেইল: riasatraihan @gmail.com	অনলাইনে কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতি বছর স্কুল, কলেজ, স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এর অনলাইন ও অফলাইন উভয় প্লাটফর্মে মোট ১০টি সেকশনে বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করে থাকে। উক্ত জরিপের সেকশন ৭ ও ৮ এ যথাক্রমে আইসিটি শিক্ষা ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত তথ্য এবং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য, ভৌত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষক ও কর্মচারী সম্পর্কিত তথ্য, অডিট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষক তথ্য বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়। একটি web application তৈরি করা হবে যেখানে উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ (অনুমোদন ও চাহিদা সাপেক্ষে) BANBEIS হতে সংগ্রহ করা হবে। তথ্যসমূহ একটি API (Application Programming Interface) এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে বা web application এ তৈরিকৃত BANBEIS এর একাউন্ট এ একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ল্যাব সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বিভাগ, জেলা, উপজেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ (যেমন: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ইত্যাদি) অনুযায়ী প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। এছাড়া API এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করা সম্ভব হবে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্ন লিখিত সমাধান গুলো হতে পারে : সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ল্যাবের তথ্য প্রদর্শন সংক্রান্ত: ১/ BANBEIS এর বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ এর সেকশন ৮ এর ৮.১.১,৮.১.২ ও ৮.১.৫ সাব সেকশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের	১/ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ল্যাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহের তথ্য একটি নির্দিষ্ট web application থেকে প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেই। ২/ সারাদেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব নেই তা জানার কোনো নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম নেই। ৩/ অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা ভুল ক্রমে একাধিক ল্যাব দিয়ে ফেলে। ৪/ আবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে সে প্রতিষ্ঠানে কোনো কম্পিউটার ল্যাব আছে কিনা তা সহজে জানার কোনো ব্যবস্থা নেই। আবার জানা গেলেও প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার কোনো সহজ ব্যবস্থা নেই। ৫/ বর্তমানে কম্পিউটার ল্যাবের জন্য নির্দিষ্ট ফরমেট এ আবেদন করার কোনো কমন ডিজিটাল প্লাটফর্ম নেই। ৬/ কম্পিউটার ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে এক এক ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন/এক এক রকম চাহিদা থাকতে পারে। যেমন- পাকা অবকাঠামো থাকা, আইসিটি শিক্ষক থাকা, ইন্টারনেট সংযোগ থাকা ইত্যাদি। ৭/ ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ক্র. নং	উদ্ভাবকগনের নাম ও পদবী	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
			(অনলাইন ভার্সন) উপর ভিত্তি করে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ল্যাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহের তথ্য বিভাগ/জেলা/উপজেলা/প্রতিষ্ঠান ওয়ারী একটি নির্দিষ্ট web application এ প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। ২/ সেকশন ৮ এর সাব সেকশন ৮.১.১ এর উপর ভিত্তি করে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো ল্যাব নেই তা জানা যাবে।	কর্তৃক প্রাপ্ত ল্যাবের আবেদন এর সত্যতা যাচাই বাছাই করার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। ল্যাব পাওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য কিনা তা জানার কোনো সহজ ব্যবস্থা নেই।
৮.	সাঈফ মোঃ জুলকার নাঈন চৌধুরী প্রোগ্রামার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৬৭২৯৪৭৮৬৭ ইমেইল: julker@gmail.com	TA/DA Counter	০১. একটি অনলাইন সফটওয়্যার অথবা অ্যাপ তৈরি করতে হবে। ০২. এখানে প্রতিটি খরচের জন্য মোট ব্যয়, ভ্যাট এবং আয়কর এন্ট্রি করলে অটোমেটিক সকল রেজিস্টার আপডেট হয়ে যাবে। ০৩. পরবর্তীতে সকল ধরনের অর্থনৈতিক রেজিস্টারের রিপোর্ট দেখার ব্যবস্থা থাকবে।	❖ অনেকগুলো রেজিস্টার তৈরী করতে হয় এবং তা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত তথ্য নষ্ট হয়ে যায়। ❖ নিয়ম জানা না থাকলে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। ❖ কর্মচারীর/অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি বাস্তবায়ন, জাতীয় তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান, প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারনা প্রদান, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অফিস ব্যবস্থাপনা,অনলাইন স্টোর ব্যাবস্থাপনা সুশাসনসহ যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৯.১ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ

রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও এসপায়ার টু ইনোভেট (Aspire to Innovate) প্রোগ্রাম সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহযোগিতায় ই-নথি বাস্তবায়ন করছে। ই-নথি কার্যক্রম চালু হওয়ার মধ্যে দিয়ে সরকারী অফিসে কাজের গতি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণ তার কাঙ্ক্ষিত সেবা পেয়ে যাচ্ছে। সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও ই-নথি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের সুযোগ পাচ্ছেন। সে কারণে তাদের ই-নথি ও ই-নথি সিস্টেমের নতুন নতুন আপডেট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক।

বর্তমানে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ উপজেলা থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বমোট ৮১৩৬ টি সরকারি দপ্তরে ৮৮০৫০ জন ব্যবহারকারী ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক নথি নিষ্পন্ন করছেন। ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোনো স্থান থেকে নাগরিকদের দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে যা সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আইসিটির যথাযথ ব্যবহার এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অর্থায়নে এবং এসপায়ার টু ইনোভেট (Aspire to Innovate) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নথির উপর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের ই-নথির নতুন সংযোজিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন (Zoom Cloud Meeting Application) এবং সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের দুই দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৯৩২৫ জন কর্মকর্তাদের ই-নথি উপর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বিগত বিভিন্ন অর্থবছরের ই-নথি প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্রঃ

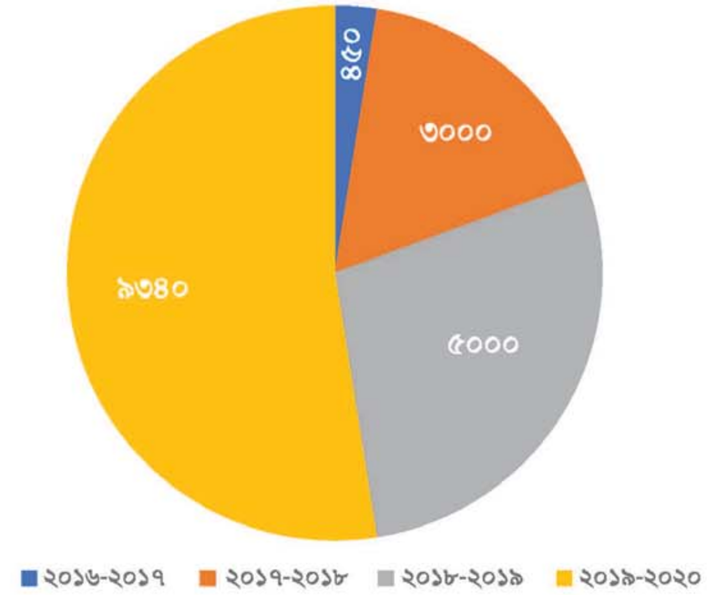

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ই-নথি প্রশিক্ষণের আলোক চিত্রঃ

চিত্র ৬: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনলাইনে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চিত্র ৭: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (প্রধান কার্যালয়)

সংখ্যা	প্রশিক্ষণ
১৩২৫ জন	ই-নথি
৩০০ জন	ওয়েব পোর্টাল
৩০০ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার ও কৌশল (NIS)
৩০০ জন	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)
১৫০ জন	সুশাসন
৩০০ জন	ইনোভেশন
৩০০ জন	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪
৩০ জন	অনলাইন স্টোর ব্যবস্থাপনা
১০৮ জন	১ম শ্রেণির কর্মকর্তার বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (BPATC)
১১ জন	কর্মচারীর অফিস ব্যবস্থাপনা (RPATC)
১১২ জন	ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৯.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সংখ্যা	প্রশিক্ষণ
৮০০০ জন	ই-নথি প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়
৯০০ জন	বেসিক আইসিটি লিটারেসি প্রশিক্ষণ
৩০০ জন	আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ
১০৮ জন	BPATC-তে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ
১১ জন	RPATC-তে মৌলিক প্রশিক্ষণ

৯.৪ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
Seminar on Digital Response to Covid-19: Tackling the Crisis Together	আইসিটি অধিদপ্তরের ৮ টি বিভাগের সকল জেলা/উপজেলার মাঠ পর্যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ	০৫	৪০০ জন
Seminar on She Power Project: Future Implementation and Sustainable Plan.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	০১	৫০ জন
Digital Content Industry: Prospects and Potentials in Bangladesh	বাংলাদেশসহ বিদেশে কন্টেন্ট শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	০১	৬০ জন
CAMS: A comprehensive digital platform development initiative for Social safety net benefit distribution of Bangladesh Government	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	০১	৭২ জন
Coping with Covid-19: The impact and role of ICT during the Pandemic	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	০১	৪৭ জন

জেলা ও উপজেলা কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ

সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে "সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে" শীর্ষক এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার।	মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্টেকহোল্ডার (আইসিটি খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ইউডিসিসহ অন্যান্য উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল	৪৯৬	২৫,০০০ জন

সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৬৪ জেলায় মুজিববর্ষ ২০২০: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর ভূমিকা ও আইসিটির নতুন নতুন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সেমিনার	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, ইউডিসিসহ অন্যান্য উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল	৬৪	২৫৬০ জন

৯.৫ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডেনমার্ক, চীন, রাশিয়া, কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আইসিটি অধিদপ্তরের মোট ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ

- চায়নায় "Informatization and Urban Development for Developing Countries" শীর্ষক বিষয়ের উপর সেমিনার।
- ডেনমার্কে "Digitalization and Danish Connectivity Technology" শীর্ষক বিষয়ের উপর সেমিনার ।

৯.৬ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

আইসিটি অধিদপ্তরের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) তে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৪টি ব্যাচে প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এবং সহকারী পরিচালকসহ মোট ১০৮ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং আরপিএটিসিতে মোট ১১ জন কর্মচারীর অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

১০ ট্রেনিং ডেটাবেজ প্লাটফর্ম এবং আইসিটি অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন

১০.১ আইসিটি বিভাগের অধীনে আইসিটি অধিদপ্তর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ট্রেনিং ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন কল্পে ট্রেনিং ডেটাবেজ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সফলভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্যঃ

১। প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকের প্রাথমিক তথ্য, ব্যবহারকারীর তথ্য ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডেটাবেজ পরিচালনা ব্যবস্থা তৈরী করা।

২। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং পরিচালনার কার্যকারিতা উন্নত করা।

৩। অনলাইনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ উত্থাপন করা।

৫। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য ডেটাবেজের ডেটা বিশ্লেষণ করা।

৬। প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

ট্রেনিং ডেটাবেজ প্লাটফর্মের উপযোগিতাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) প্রশিক্ষণার্থীর প্রাথমিক তথ্য নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা: প্রশিক্ষণার্থীর প্রাথমিক তথ্য যেমন নাম, লিঙ্গ, পদবী, সংস্থার নাম, মোবাইল ফোন, ই-মেইল ঠিকানা, এনআইডি ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

খ) প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্য নিবন্ধকরণ: অ্যাডমিন ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি করবেন। কোর্সের তথ্যে কোর্সের শিরোনাম, কোর্সের বর্ণনা, কোর্সের সময়কাল ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা যাবে।

গ) প্রশিক্ষকের প্রাথমিক তথ্য নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা: প্রশিক্ষকের প্রাথমিক তথ্য যেমন নাম, লিঙ্গ, পদবি, সংস্থার নাম, বিষয় বিশেষীকরণ, মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ঠিকানা, এনআইডি ইত্যাদি তথ্য নিবন্ধন করা যাবে।

ঘ) কোর্স এনরোলমেন্ট: সেকশন এডমিন কোর্স তালিকাভুক্তকরণের জন্য ব্যাচ নং, প্রশিক্ষণের স্থান, প্রশিক্ষণের সময়সূচী, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা, প্রশিক্ষকের সময়সূচি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে কোর্স এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঙ) ড্যাশবোর্ড: এডমিন এবং সেকশন এডমিন ব্যবহারকারীগন ড্যাশবোর্ড থেকে ট্রেনিং সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

চ) ইউজার ম্যানেজমেন্ট: ট্রেনিং ডেটাবেজ প্লাটফর্মের এডমিন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা অফিসের জন্য ব্যবহারকারী তৈরি করতে পারেন। ব্যবহারকারী নির্ধারিত ব্যবহারকারীর ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবেন।

ছ) রিপোর্টিং: আলোচ্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, প্রশিক্ষক তালিকা, উপস্থিতিপত্র, সম্মাননা পত্র, প্রশংসাপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজড প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

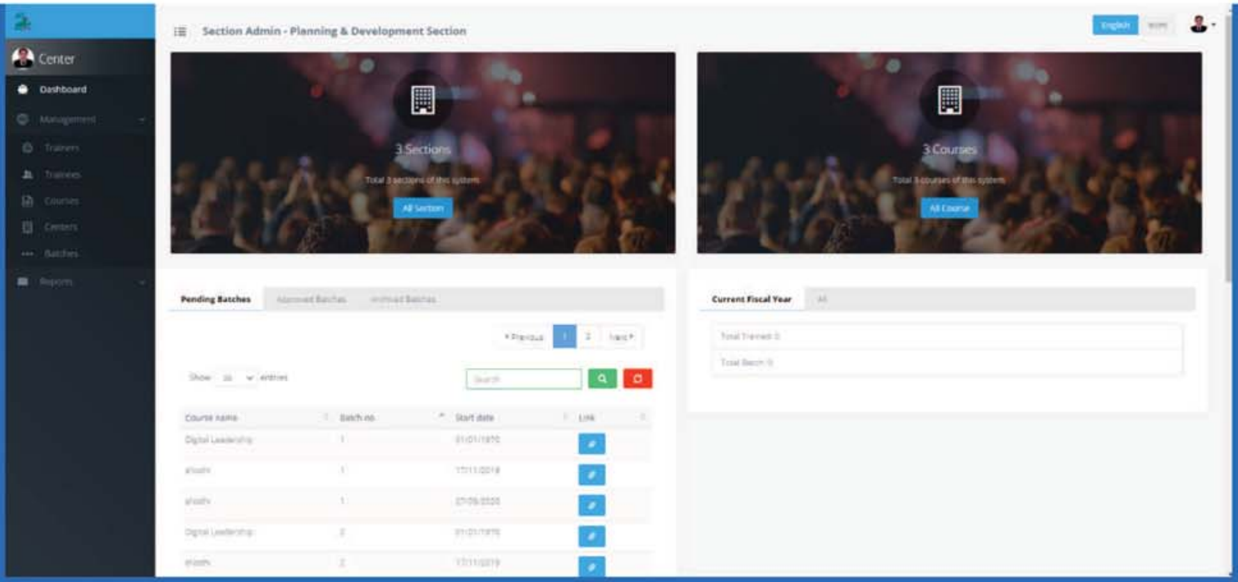

চিত্র ৮ : ট্রেনিং ডেটাবেজ প্ল্যাটফর্মের সেকশন এডমিন ড্যাশবোর্ড

১০.২ আইসিটি অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন

অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয় যা তথ্যের নিয়মিত পরিবর্তনের কারনেই করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ইত্যাদির সূচক ভিত্তিক টার্গেটের কারনেও ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

ক্রমিক	প্রকাশিত তথ্যের বিবরন	সংখ্যা
১	নোটিশ	২৬১
২	বাজেট	৫
৩	কর্মকর্তার তথ্য	২১৫
৪	সেবা বক্স	৬০
৫	সিটিজেন চার্টার	৪
৬	অন্যান্য	২৫

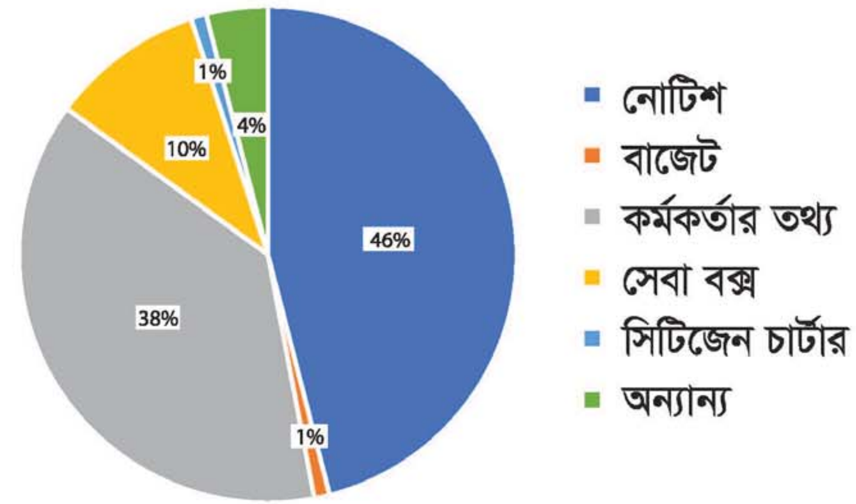

চিত্র ৯: ওয়েবপোর্টালে প্রকাশিত তথ্যের পাই চার্ট

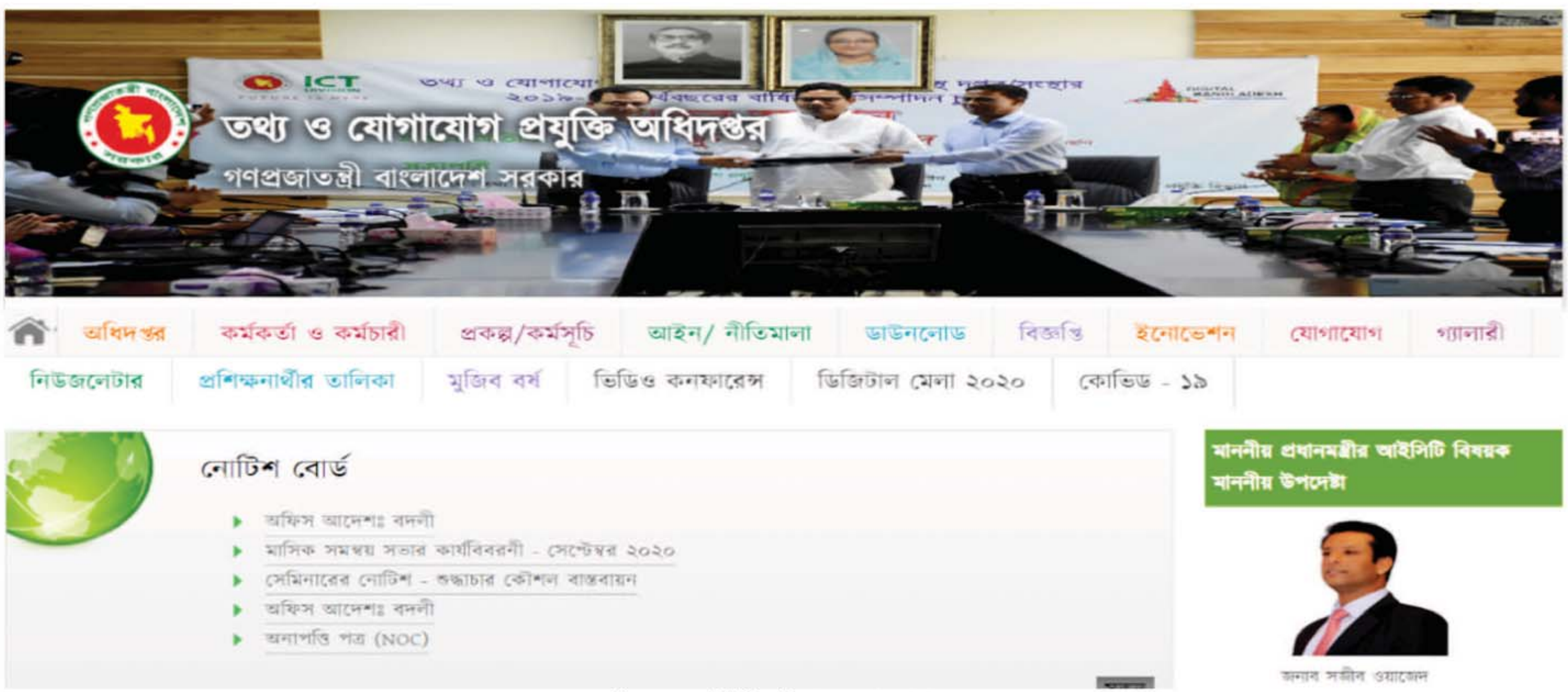

চিত্র ১০: আইসিটি অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন

১১ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে Video Conference আয়োজন

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামোসহ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের নিমিত্ত জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ২২টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র ১১ ঃ ময়মনসিংহ জেলায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং আইসিটি বিষয়ক সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ে মহাপরিচালক, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ এর সাথে ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়

১২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্‌যাপিত ইভেন্ট/মেলা/সামিটসমূহ

১২.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯

৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ ১২ ডিসেম্বর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিবছরের ন্যায় ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বর্ণাঢ্যভাবে দেশে ও বিদেশে ৩য় বারের মত **"ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯"** উদ্‌যাপিত হয় । এবারের দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি ।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা ও র‍্যালী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ।

এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিদেশী কূটনৈতিকবর্গ, সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, আইসিটি বিশেষজ্ঞ, আইসিটি ভিত্তিক স্টেকহোল্ডারগণের প্রতিনিধি, আইসিটি উদ্যোক্তাগণ, ইয়ং বাংলা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ, ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারন জনগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন ।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত কনসার্ট ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ দেশের সকল মানুষ ছাড়াও বিশ্বের প্রায় কোটি কোটি মানুষ সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন । কনসার্টে প্রধান অতিথি হিসেবে অভিনব শপথ বাক্য পাঠ করান মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি । এছাড়াও শপথ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মমতাজ বেগম, এমপি, ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী মফিজুর রহমান, পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব জাবেদ পাটোয়ারীসহ অসংখ্য তরুণ-তরুণী ।

চিত্র ১২: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯-এর প্রতিপাদ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯-২০ এর কার্যক্রমসমূহ

ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন

১৫টি ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা প্রদান (শ্রেষ্ঠ বিভাগ, জেলা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য র‍্যালীসহ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বর্ণাঢ্য র‍্যালী আয়োজন

৫টি ক্যারাভ্যান (৪টি প্রদর্শনী ক্যারাভ্যান ১টি বাউল ক্যারাভ্যান)-এর মাধ্যমে রাজধানীর উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে প্রশিক্ষণ ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

বৃহত্তর ২১ জেলার নারী উদ্যোক্তাসহ প্রায় ১৫০০ জনের অংশগ্রহণে "ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজন

শিশুদের পরিবেশনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সচেতনতামূলক নাটিকা পরিবেশন

প্রায় এক লক্ষ জনগণের উপস্থিতিতে দেশের ৮টি বিভাগসহ কেন্দ্রীয়ভাবে কনসার্ট ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ আয়োজন (দেশে ও বিদেশে সরাসরি সম্প্রচার)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের তথ্যভিত্তিক সাফল্য ও অর্জন-এর সমন্বয়ে নতুন আঙ্গিকে ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১১ বছর এর উপর অডিও ভিজ্যুয়াল নির্মাণ

৩৬০ ডিগ্রি ব্র্যান্ডিং ও প্রচারণা

৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ দিবস উপলক্ষ্যে সকল জেলা এবং উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যাতিত) র‍্যালী/সেমিনার/আলোচনা সভা/প্রতিযোগিতা আয়োজন

পর্যায়	কার্যক্রম	বিষয়বস্তু	অংশগ্রহনকারী
জেলা	র‍্যালী	সফলতার প্লেকার্ড ও ব্যানার	মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তাও কর্মচারী, স্টোকহোল্ডার (আইটি ফ্রিলান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইএসপি, আইসিটি উদ্যোক্তা ও খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ইউডিসিসহ উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল
	সেমিনার	ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত/ প্রতিপাদ্যের উপর	
	প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত প্রতিযোগিতা	আমার দেখা ডিজিটাল বাংলাদেশ (৮-১০ স্লাইড)	**উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শ্রেণি**
	রচনা প্রতিযোগিতা	ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত/ প্রতিপাদ্যের উপর	**৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি**
উপজেলা	র‍্যালী	সফলতার প্লেকার্ড ও ব্যানার	মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তাও কর্মচারী, স্টোকহোল্ডার (আইটি ফ্রিলান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইএসপি, আইসিটি উদ্যোক্তা ও খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ইউডিসিসহ উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল
	আলোচনা সভা	ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত/ প্রতিপাদ্যের উপর	
	কুইজ প্রতিযোগিতা	ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত/ প্রতিপাদ্যের উপর	**৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি**
	চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	আমার চোখে ডিজিটাল বাংলাদেশ	**১ম হতে ৫ম শ্রেণি**

৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ন বেসরকারী টেলিভিশনে নিম্নবর্নিতভাবে টকশো আয়োজন করা হয়

ক্রম	চ্যানেলের নাম	টকশোর নাম	আলোচ্য বিষয়	আলোচকবৃন্দ
(১)	ATN Bangla	Summit: পাওয়ার টক	ডিজিটাল পাওয়ার	**জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক** মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
(২)	Channel 24	নিউজ ভিউজ ২৪: ডিজিটাল বাংলাদেশ	৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯	**জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ** সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
(৩)	RTV	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিশেষ প্রোগ্রাম	সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে।	**(১) জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ,** অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (ইনফো সরকার ৩), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ **(২) জনাব তৌহিদ হোসেন,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)
(৪)	Channel I	Metrocem: টু দ্য পয়েন্ট	সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে।	**(১) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম খোকন** প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় **(২) বেগম কান্তারা খালেদা খান** বোর্ড সদস্য/পরিচালক, সুচিন্তা ফাউন্ডেশন **(৩) জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি** মহাপরিচলক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয়ে ইউনিসেফ, গ্রামীন ফোন এবং বি স্মার্ট এর প্রণীত সমসাময়িক এ্যাপস ও টিভিসি প্রচার;
- ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের তথ্যভিত্তিক সাফল্য ও অর্জন ভিত্তিক নতুন আঙ্গিকে ক্রোড়পত্র ও ৩৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ;
- বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন ভিত্তিক পত্রিকায় নিউজ কভারেজ;
- অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার, দিবসের তারিখ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ক স্ক্রোলিং, থিম সং, TVC, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার;
- নির্মিত Theme Song, AV (Audio Visual) , TVC (Television Commercial), CG (Computer Graphics), Flyer ইত্যাদি সার্বিকভাবে ৩৬০ ডিগ্রি (Print Media, Radio + TV, Web & Social Media, Corporate Communication, Public Relations & Image Building, Advertising & Brand Promotion, Event & Content Management) প্রচার ও ব্র্যান্ডিং করা;
- https://dbd19.com/ ওয়েব সাইট ও dbd19 এ্যাপস এর মাধ্যমে তথ্য প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর ব্যবস্থাকরণ। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সেমিনার/সভা, র‍্যালী, প্রতিযোগিতার তথ্য https://dbd19.com/report লিঙ্কের মাধ্যমে অনলাইনে প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা করণ।

[ফটোগ্যালারী] কেন্দ্রীয় পর্যায়

চিত্র ১৩: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন

চিত্র ১৪: ৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

চিত্র ১৫: প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি'কে বিশেষ স্মারক প্রদান

চিত্র ১৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে শ্রেষ্ঠ আইসিটি নারী উদ্যোক্তার সম্মাননা গ্রহণ করছেন মালিহা এম কাদির

চিত্র ১৭: শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সচেতনতামূলক নাটিকা

চিত্র ১৮: শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সচেতনতামূলক নাটিকা উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চিত্র ১৯: জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কর্তৃক ৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ এর র‍্যালীর শুভ উদ্বোধন

চিত্র ২০: ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে আয়োজিত কনসার্টে শপথ বাক্য পাঠ

চিত্র ২১: ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে আয়োজিত কনসার্ট উপভোগ করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র ২২: ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

চিত্র ২৩: আইসিটি পরিবারের সদস্যবৃন্দ

মাঠ পর্যায়

চিত্র ২৪: র‍্যালী, বান্দরবান

চিত্র ২৫: সেমিনার ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, বান্দরবান

চিত্র ২৬: র‍্যালী, টাঙ্গাইল

চিত্র ২৭: সেমিনার, টাঙ্গাইল

চিত্র ২৮: র‍্যালী, মেহেরপুর

চিত্র ২৯: সেমিনার, মেহেরপুর

চিত্র ৩০: র‍্যালী, পঞ্চগড়.

চিত্র ৩১: সেমিনার, পঞ্চগড়

চিত্র ৩২: র‍্যালী, রাজশাহী

চিত্র ৩৩: সেমিনার, রাজশাহী

চিত্র ৩৪: র‍্যালী, ঝালকাঠি

চিত্র ৩৫: সেমিনার, ঝালকাঠি

চিত্র ৩৬: র‍্যালী, হবিগঞ্জ

চিত্র ৩৭: র‍্যালী, ময়মনসিংহ

চিত্র ৩৮: সেমিনার, ময়মনসিংহ

নিউজ কভারেজ (উল্লেখযোগ্য)

ittefaq.com.bd/print-edition/information-technology/113332/ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস-উদ্যাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্যাপন

banglatribune.com/national/news/598712/ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস-ইন্টারনে

বাংলা ট্রিবিউন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস: ইন্টারনেট ব্যবহারে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের আহ্বান

ekushey-tv.com/ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস-আজ/86850

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস আজ

আজ ১২ ডিসেম্বর, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'। 'সত্য মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/ক্ষতিকর-ডিজিটাল-কনটেন্ট-ফিল্টার-করার-ব্যবস্থা-করতে-হবে-প্রধানমন্ত্রী-130579

The Daily Star বাংলা

ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট ফিল্টার করার ব্যবস্থা করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

techshohor.com/163927/উদযাপন-হচ্ছে-জাতীয়-ডিজিট/

techshohor.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন শুরু

jagonews24.com/national/news/545527

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস আজ

DIGITAL BANGLADESH

Skilled. Equipped. DigitalReady.

prothomalo.com/technology/article/1628913/আজ-ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস

প্রথম আলো

আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

DIGITAL BANGLADESH

Skilled • Equipped • DigitalReady

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত তিন বছর ধরে এই দিনে পালিত হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'। এ বছরও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামসহ (বিআইজেএফ) বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংগঠন নানা আয়োজনে দিনটি

sarabangla.net/post/sb-360294/

সারাবাংলা

sarabangla.net

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস আজ, লক্ষ্য ডিজিটাল জ্ঞান

samakal.com/todays-print-edition/tp-upakhantha/article/19121348

সমকাল

কাল ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

সমকাল প্রতিবেদক

dhakatimes24.com/2019/12/12/144530/ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস-আজ

ঢাকা টাইমস

জাতীয় রাজনীতি সারাদেশ আন্তর্জাতিক বিশেষ প্রতিবেদন অর্থনীতি পুঁজিবাজার আদালত খেলাধুলা বিনোদন বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

'সত্য মিথ্যা যাচাই আগে ইন্টারনেটে শেয়ার পরে' প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ ১২ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো দেশে পালিত হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯'।

সভা-সেমিনারের মধ্য দিয়ে সারাদেশে দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। দিবস ঘিরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সেজেছে সচেতনতামূলক ব্যানার ও ফেস্টুনে। সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের পাশাপাশি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগও। এ বিভাগটির প্রতিপাদ্য 'প্রযুক্তিতে উৎপাদন দেশের হবে উন্নয়ন।'

evaly EXPRESS SHOP চাল-ডাল-তেল-মশলা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট ১ দিনে ডেলিভারি বিকাশ পেমেন্টে ২০% ক্যাশব্যাক Shop Now

২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস পালিত হয়েছিল। গত বছর থেকে এই দিনটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন এক সময়ের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশন এখন ১৬ কোটি মানুষের ভিশনে পরিণত হয়েছে। ২০০৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশন ছিল শেখ হাসিনার। সেটা ২০০৯ সালে পরিণত হয় সরকারের ভিশনে। তার ঠিক ১১ বছর পর এসে সেই ভিশন এখন দেশের ১৬ কোটি মানুষের ভিশনে পরিণত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয়ভাবে সকাল ৭টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

priyo.com/e/1471492-ডিজিটাল-বাংলাদেশ-দিবস-আজ

priyo.com সার্চ করুন বিজনেস পিওর লোকেশন জবস পিন মুজিব বর্ষ

সর্বশেষ রাজনীতি বাংলাদেশ পিন সোশ্যাল মিডিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও অর্থনীতি খেলা বিনোদন লাইফ

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস আজ

বণিকবার্তা প্রকাশিত: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯, ০২:২৯

সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আজ উদযাপিত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯। এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয়বারের মতো উদযাপন হতে যাওয়া এ দিবসের জন্য এবার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—'সত্য মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে'।

ট্যাগ: বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস মোস্তাফা জব্বার জুনাইদ আহমেদ পলক ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

nglanews24.com/national/news/bd/758753.details

ANGLA NEWS 24 জাতীয় রাজনীতি আইন ও আদালত আন্তর্জাতিক খেলা বিনোদন তথ্যপ্রযুক্তি ইভেন্ট চট্টগ্রাম প্রতিদিন অর্থনীতি-ব্যবসা রাশিফল প্রবাসে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা ইসলাম জলবা

বরিশালে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালন

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: ২০১৯-১২-১২ ১০:৪৬:৩৩ পিএম

ক্রোড়পত্র প্রকাশ

১২.২ অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা ২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও এটুআই-এর যৌথ সহযোগিতায় বর্তমান করোনা (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় ৬৪টি জেলার ডিজিটাল কার্যক্রমকে জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ২৮-৩০ জুন, ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজন করা হয়। সকল জেলার স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ডিজিটাল কার্যক্রমের টেক্সট/ প্রেজেন্টেশন, ছবি, ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করার মাধ্যমে এই অনলাইন মেলা উদযাপন করা হয়। মুজিব বর্ষে মেলাটি উদযাপিত হওয়ায় এবারের মেলার প্রতিপাদ্য "মুজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার, প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার" নির্ধারণ করা হয়। অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। এছাড়াও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সদর উপজেলা), প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ৬৪টি জেলার ডিজিটাল কার্যক্রমকে স্থানীয় জনগণের নিকট উপস্থাপন।

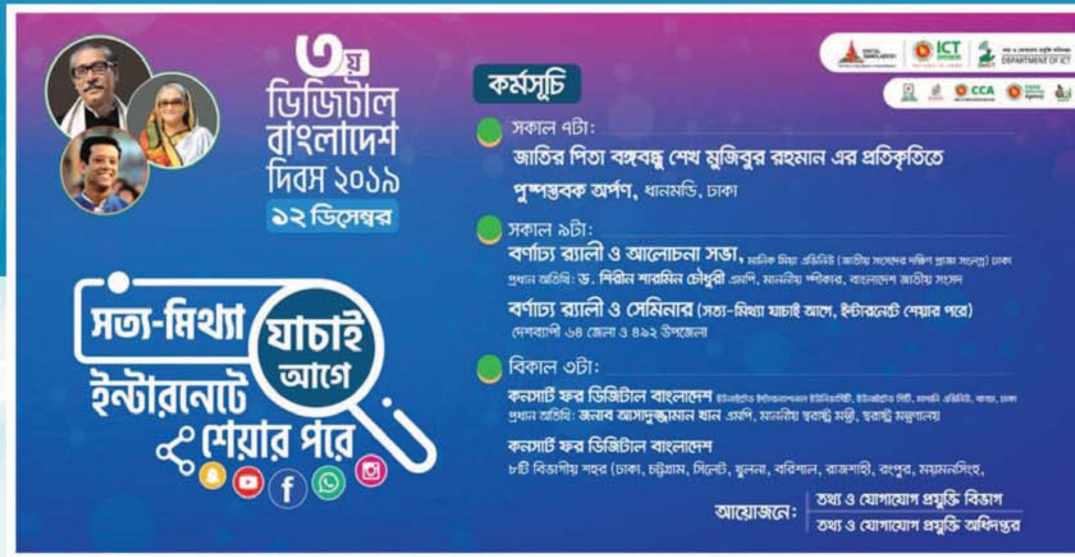

গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- সকল জেলার স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ডিজিটাল কার্যক্রমের টেক্সট/ প্রেজেন্টেশন, ছবি, ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ;
- ৭টি প্যাভিলিয়ন (মুজিব শতবর্ষ, ই-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, কোভিড-১৯, বিভিন্ন স্টার্টআপ ও তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্যোগ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং)-এর মাধ্যমে অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০ এর ফ্রেমওয়ার্ক সজ্জিতকরণ;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্কুল/কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, আইসিটি ব্যক্তিত্ব/উদ্যোক্তাসহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পৃক্ততায় অনলাইন প্লাটফর্মে প্রেস ব্রিফিং আয়োজন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১১ বছরের অর্জন সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং ব্যানার/পোস্টার–এর মাধ্যমে প্রচার;
- সকল জেলায় বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন;
- কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সেমিনার আয়োজন;
- মেলা ভিজিট করার ঠিকানা https://bangladesh.gov.bd/site/view/digitalfair2020।

চিত্র ৩৯: অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০ এর ফ্রেমওয়ার্ক

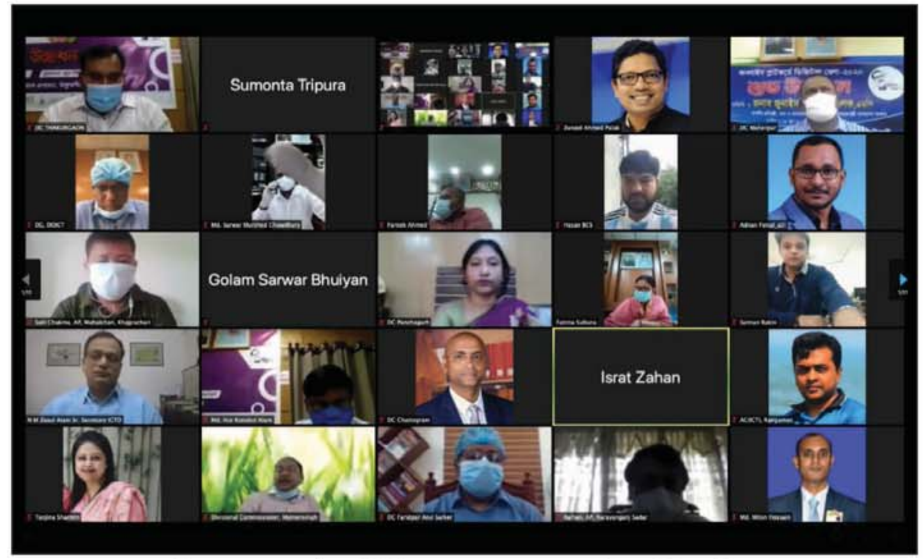

চিত্র ৪০: অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১২.৩ অনলাইন বিপিও ইভেন্টস ২০২০

বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনার নাম বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও। বিশ্বের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এই বিপিও খাত। কাজের সুযোগ থাকায় প্রতিনিয়তই বিপিও সেক্টরে তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে। তরুণদের মধ্যে পছন্দসই খণ্ডকালীন চাকরির যত ক্ষেত্র আছে, বিপিও সেক্টর তার মধ্যে অন্যতম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আইসিটি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো) যৌথভাবে অনলাইন প্লাটফর্মে গত ২৯ জুন ২০২০ তারিখে অনলাইন বিপিও ইভেন্টস ২০২০ আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ওয়াহিদ শরিফ, সভাপতি, বাক্কো। এছাড়াও সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, আইসিটি বিশেষজ্ঞ, আইসিটি ভিত্তিক স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধি, আইসিটি উদ্যোক্তাগণ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ, ছাত্র-ছাত্রী অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

বিপিও খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপিও খাতের অবস্থানকে তুলে তরুণ-তরুণীদের এখাতে আগ্রহ সৃষ্টি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে এই খাতে ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সমুন্নত রাখতে বিপিও সামিট আয়োজন করা হয়।

গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- ❖ "BPO- The Career for the 21st Century" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন;
- ❖ অনলাইন প্লাটফর্মে ৭টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে বিপিও শিল্পে ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্যে সরাসরি "ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেশন" আয়োজন;
- ❖ অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে ক্যাম্পাস এক্টিভেশন প্রোগ্রাম;
- ❖ বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক পত্রিকায় নিউজ কভারেজ;
- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার ও ব্র্যান্ডিং;
- ❖ অনুষ্ঠানটি ফেসবুক পেইজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার;
- ❖ তাছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই বিষয়ে অনেকগুলো প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র ৪১: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান- অনলাইন বিপিও ইভেন্টস ২০২০

চিত্র ৪২: "BPO- The Career for the 21st Century" শীর্ষক সেমিনার

১৩ দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় সংস্থার সাথে নিম্নরূপ ০৬ (ছয়) টি সমঝোতা স্মারক বিদ্যমান রয়েছে এবং ০২ টি আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক বিদ্যমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক

Economic Relations Division (ERD), ICT Division এবং Denmark- এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Department of ICT এবং China Railway International Group Co. Ltd - এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৪.১ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)

(Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions All over the Country Project (3rd Amendment)

নাম	সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)
মেয়াদ	জুন ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৯৭.৭৭৭৫ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	সারাদেশ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার/ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষা বিস্তার, কর্মসংস্থানের সুযোগ, চাকরির দক্ষতা এবং ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ও স্থানীয় সাইবার কেন্দ্র/ আইসিটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা;
- রাষ্ট্রীয় কম্পিউটার সেবার মাধ্যমে পিএসসি/পিইসিই (PSC/PECE), জেএসসি (JSC), এসএসসি (SSC) এবং এইচএসসি (HSC) পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষায় উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান;
- ভাষা নির্ভর ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য চাকরির যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি সহায়ক ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন;
- ৬৫টি ভাষা ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে ৯ টি ভাষা-ইংরেজি (আমেরিকান/ব্রিটিশ/অস্ট্রেলিয়ান) চীনা, কোরিয়ান, জাপানিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, আরবি ও রুশ ভাষার উপর প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার ও কনটেন্ট তৈরি করে ল্যাবে সরবরাহ করা এবং বর্ণিত ৯টি ভাষার উপর ১০২৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

দেশে ও বিদেশে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে দেশে আইসিটি সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি (ICT) শিক্ষা সম্প্রসারণ, মানসম্মত শিক্ষা অর্জন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক "সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সারাদেশে স্থাপিত ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' উদ্বোধন করেন।

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও সকল উপজেলায় ৪০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) বিশেষায়িত কম্পিউটার (ডিজিটাল) ল্যাব এবং ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা; নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্টারনেট সংযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় সাইবার সেন্টার এবং আইসিটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা; গ্রাফিক্সের ব্যবহার সম্বলিত কম্পিউটারের মাধ্যমে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার এনিমেশন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ও এর প্রসার ঘটানো; ভাষানির্ভর ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং প্রসারের লক্ষ্যে আইটি সমৃদ্ধ ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমোদনক্রমে ডিজিটাল ল্যাবসমূহের নামকরণ করা হয় "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব"। সারাদেশে ৪০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব", ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম" এবং সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে (বিআইএফ) ১৫টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ সর্বমোট ৪১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

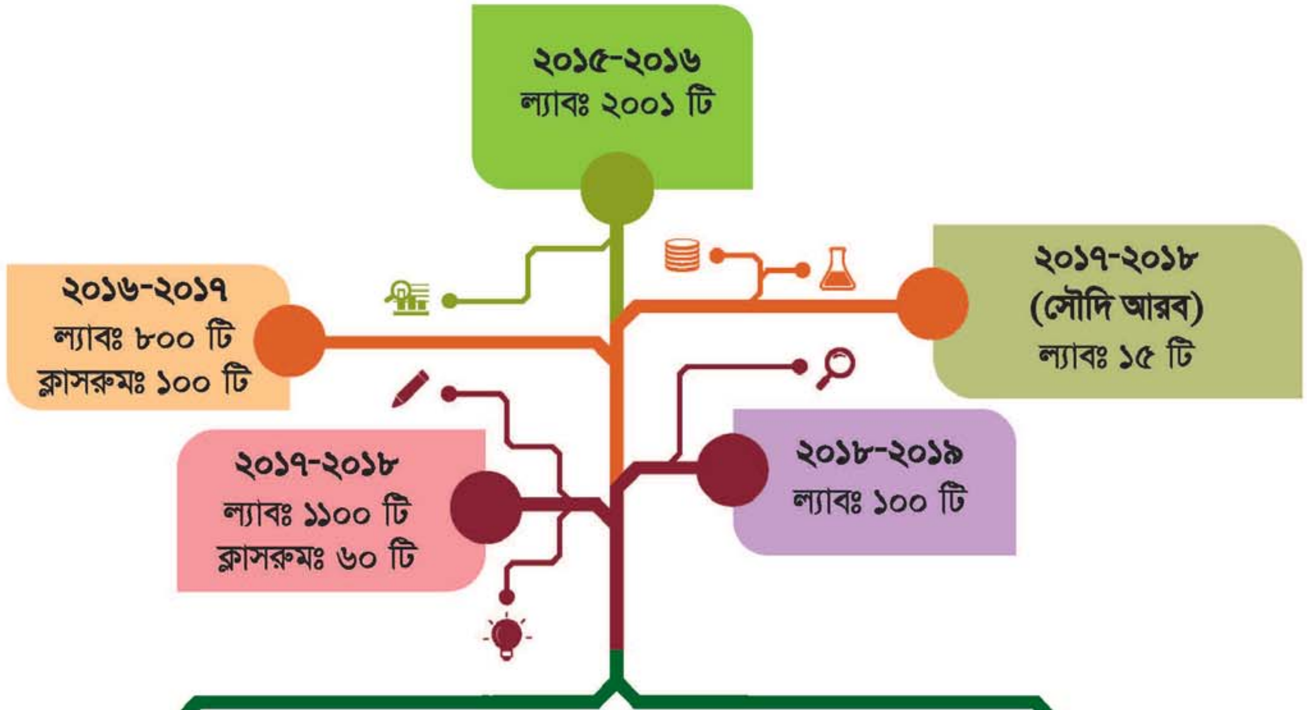

অর্থবছর অনুযায়ী শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের পরিসংখ্যান

অবস্থান অনুযায়ী ল্যাব ও ক্লাসরুমের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে ৪১৬১ টি ও সৌদি আরবে ১৫ টি সহ স্থাপিত সর্বমোট ৪১৭৬ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ক্লাসরুম।

সারাদেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ক্লাসরুমের সংখ্যা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০,৫৩২ টি
১২.৭৯%
২৬২৭ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

কলেজ
৩,২৪০ টি
২৬.৩৫%
৮৫৪ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

মাদ্রাসা
৩,২৯৫ টি
৪.২%
৩৯২ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১,৯৯৮ টি
৬.৪%
১২৮ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

প্রাইমারী স্কুল
১৬০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

সৌদি আরব (বি আই এস)
১৫ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

দক্ষতা বিকাশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

Basic ICT	৮৭০৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ।
জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা	২০০ ল্যাবকে কেন্দ্র করে ১২০০০ জন শিক্ষার্থীর স্ক্রাচ ও পাইথন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।
ই-নথি	১০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
Web Portal	৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
She Power (নারীর ক্ষমতায়ন)	১০৫০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট	১৩০০০ জন তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
CRI	MS Digital Literacy এর উপর ৫০,২০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
CRI	MS Office Course এর উপর ১০,২০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
CRI	Basic Computer Course এর উপর ৩৩,২৪৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
CRI	National ICT Day Programming Contest এর উপর ১,০৪৭ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের আওতায় স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ৯ টি বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) প্রশিক্ষণের জন্য ভাষাগুরু সফটওয়্যারটির ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে। ১০২৪ জনকে মাস্টার ট্রেইনার এর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভাষা প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার (ভাষাগুরু) অ্যাপ্লিকেশন গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ১০২৪জন শিক্ষক/আগ্রহী ভাষা প্রশিক্ষণার্থীগণকে সিএসই বিভাগ, বুয়েটের মাধ্যমে মাস্টার ট্রেইনার এর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব - ভাষাগুরু সফটওয়্যার

প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন:

- ✓ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থাপিত ৪১৭৬টি সুসজ্জিত ও উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধাসম্পন্ন অত্যাধুনিক কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবগুলো আইসিটি অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- ✓ তৃণমূল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও এনিমেশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ০৯ টি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ✓ বিদেশী ভাষা শিক্ষার ফলে ফ্রিল্যান্সিং এবং বৈদেশিক চাকুরির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ✓ কম্পিউটার ল্যাব সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।
- ✓ দেশব্যাপী পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি হচ্ছে।
- ✓ ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান অদক্ষতাজনিত বাধাসমূহ কমে আসছে।
- ✓ ল্যাবগুলো স্থাপনের ফলে আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল ডিভাইড প্রশমিত হচ্ছে।
- ✓ আন্তর্জাতিক ভাষায় পারদর্শী তরুণ-তরুণীরা ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর বাজারকে আরো সমৃদ্ধ করছে।
- ✓ বাংলাদেশকে শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক দেশ থেকে ডিজিটাল অর্থনীতির দেশে রূপান্তর করতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব বিশেষ ভূমিকা রাখছে ।
- ✓ "সম্ভাবনার দ্বার প্রযুক্তি" এই শ্লোগানের আলোকে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে ছাত্র/ছাত্রীরা কোডিং এর মাধ্যমে প্রোগ্রামিং শিখতে পারছে।
- ✓ বর্তমান সরকার ২০২১ সাল নাগাদ ০৫ (পাঁচ) বিলিয়ন ডলার আইটি খাত থেকে রপ্তানি করার এবং ০২ (দুই) মিলিয়ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব দক্ষ আইসিটি মানব সম্পদ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে ।
- ✓ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিকতার পাশাপাশি প্রযুক্তির দিক থেকেও এগিয়ে যেতে এবং পরিপূর্ণ দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ।
- ✓ সারাদেশের ৬৪টি জেলার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব বাস্তবায়নের ফলে দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে।
- ✓ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি খাতে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে গড়ে উঠছে।

চিত্র ৪৩: মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করছে

চিত্র ৪৪: স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করছে

চিত্র ৪৫: কলেজের ছাত্রীরা শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করছে

মৌলভীবাজার জেলায় স্থাপিত শেখ রাসেল ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২রা মে, ২০১৯ ইং তারিখে মৌলভীবাজার জেলার শেখ রাসেল ডিজিটাল ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মহোদয় জনাব এন এম জিয়াউল আলম (ডান দিক হতে দ্বিতীয়)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব) জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্মসচিব), (ডান দিক হতে তৃতীয়)।

রংপুর জেলায় স্থাপিত ল্যাব ও প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের খন্ডচিত্র

গত ২৩ শে মার্চ, ২০১৯ ইং তারিখে রংপুর জেলার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (ডান দিক হতে তৃতীয়)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব) জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্মসচিব), (ডান দিক হতে চতুর্থ)।

১৪.২ প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT) প্রকল্প
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮১.৮৯৫৪ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	বৃহত্তর ২১ জেলা

01

Freelancer to Entrepreneur
হিসেবে ৪০০০ জন নারীকে গড়ে তোলা।

02

IT Service Provider হিসেবে ৪০০০
জন নারীকে গড়ে তোলা।

03

Women Call Cente Agent
হিসেবে ২৫০০ জন নারীকে গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি বৃহত্তর জেলায় মোট ১০৫০০ জন নারীকে আইসিটির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্ণশীপ প্রদান করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

চিত্র ৪৬: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পাইলটিং আকারে বৃহত্তর ২১ জেলার সদর উপজেলায় ৫০০ জন করে (সাভার-ঢাকা, ফরিদপুর সদর, টাঙ্গাইল সদর, জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, হাটহাজারী চট্টগ্রাম, সদর দক্ষিণ-কুমিল্লা, নোয়াখালী সদর, রাঙ্গামাটি সদর, সিলেট সদর, পবা-রাজশাহী, পাবনা সদর, দিনাজপুর সদর, ফুলতলা-খুলনা, যশোর সদর, কুষ্টিয়া সদর, বরিশাল সদর, পটুয়াখালী সদর) মোট ১০৫০০জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে এ প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বর্পূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মডিউল মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত; ১। Freelancer to Entrepreneur ২। IT Service Provider ৩। Women Call Centre Agent । এই তিন ক্যাটাগরিতে দেশের ২১টি বৃহত্তর জেলায় Freelancer to Entrepreneur এ ৪০০০ জন, IT Service Provider এ ৪০০০ জন, Women Call Centre Agent এ ২৫০০ জনসহ মোট ১০৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্ণশীপ প্রদান করা হয়েছে। তিন লেভেলের ৮ মাস ১২ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্ণশীপ গত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। তিনটি লেভেলের ১ম লেভেলে ৩ মাস প্রশিক্ষণ ও ২ মাস ইন্টার্ণশীপ, ২য় লেভেলে ১ মাস প্রশিক্ষণ ২ মাস ইন্টার্ণশীপ এবং ৩য় লেভেলে ১২ দিনের ফলোআপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা বা ইন্টার্ণশীপ যার মাধ্যমে ১ম ও ২য় লেভেল প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পরে প্রশিক্ষণার্থীগণ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানে ২ মাস করে ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করেছে।

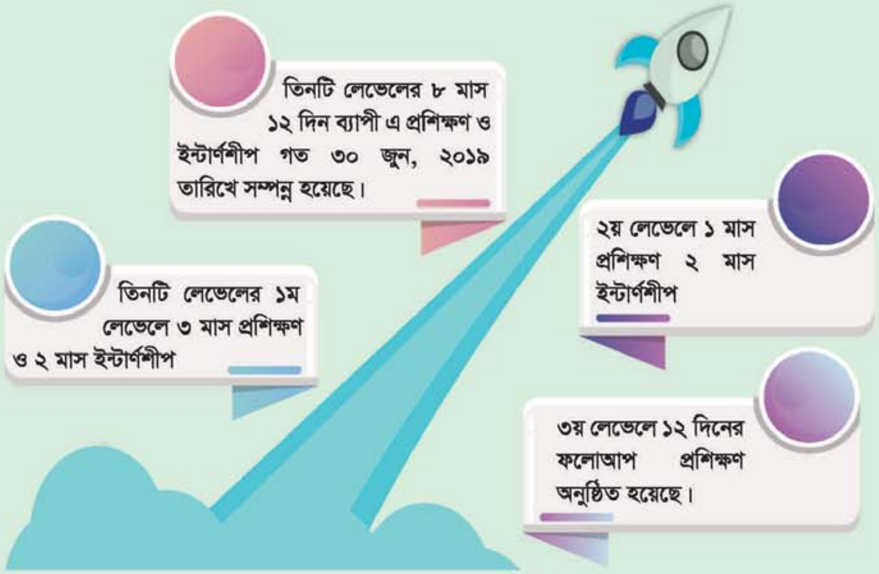

চিত্র ৪৭: প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীগণ

চিত্র ৪৮: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

চিত্র ৪৯: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র ৫০: প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী অনেক প্রশিক্ষণার্থী এখন সাবলম্বী হয়েছে। কেউ কেউ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছে। আবার অনেকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে। সর্বোপরী, নারী-পুরুষের বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে, আওয়ামীলীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আমার গ্রাম-আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ণ এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইশতেহার বাস্তবায়নে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে।

১৫ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচি

১৫.১ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উদ্দেশ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

মেয়াদ: জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৩

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৩৮৭৩.৪৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা: সারাদেশ ব্যাপি

Establishment of Sheikh Russel Digital Labs-2nd Phase

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- ৫,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন
- ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্কুল অব ফিউচার হিসেবে রূপান্তর
- ৩৬,০২০ জন শিক্ষককে "ICT in Education Literacy, Troubleshooting & Maintenance" প্রশিক্ষণ প্রদান
- ভাষাগুরু সফটওয়্যারের ভার্সন-২
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব মনিটরিং ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন
- আইসিটি এবং কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ে ১৪০টি ইন্টারাক্টিভ ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত।
- ৬৪ টি সেমিনার আয়োজন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার, অভিজ্ঞতা বিনিময়।
- তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং গবেষণা উন্নয়ন সম্পন্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

গত ২৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে একনেক (ECNEC) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন হয়েছে এবং গত ০৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ এর এনই-সি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের একনেক শাখা-১ প্রকল্প অনুমোদনের আদেশ জারি হয়েছে। এছাড়া গত ১২/১০/২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে।

১৫.২ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি (ICT Training and Infrastructure Establishment Program in Recently Abolished Enclaves)

নাম	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে "আইসিটি প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি (ICT Training and Infrastructure Establishment Program in Recently Abolished Enclaves)
মেয়াদ	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮. ৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
কর্মসূচি এলাকা	১১১ টি সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল (পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলা)

ছিটমহল দ্বারা এমন অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে বোঝায় যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অন্য রাষ্ট্রের এ ধরণের ছিটমহল রয়েছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। উদ্ভূত সমস্যা নিরসন কল্পে ১৯৭৪ সালের মে মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র ৫১: ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর (১৬ মে, ১৯৭৪ খ্রি.)

এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ছিটমহল বিনিময়ে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ০১ আগষ্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি এবং নীলফামারীতে ৪টি ছিটমহল বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক আওতাভুক্ত হয়েছে। এ সকল এলাকার জনগোষ্ঠী প্রায় সাত দশক ধরে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাংলাদেশ সরকার এর সকল প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় এ সকল পিছিয়ে পড়া নাগরিকদেরকে সম্পৃক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারি সকল সেবা এইসব ভাগ্য বিড়ম্বিত এলাকায় নিশ্চিত করতে হলে আইসিটি সেবা বিস্তারের বিকল্প নেই।

চিত্র ৫২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ছিটমহল বিনিময়ে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় (০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি.)।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইসিটি ইকো-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ/ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আইসিটি শিক্ষা

সম্প্রসারণ, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক "সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন "(ICT Training and Infrastructure Program in Recently abolished Enclaves)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ❑ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার।
- ❑ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান।
- ❑ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ।
- ❑ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রমসমূহ

- ✓ সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- ✓ আইসিটিতে অনভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ✓ আইসিটিতে নূন্যতম জ্ঞানসম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ✓ সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ০২ টি সুবিধাজনক স্থানে D-SET (Digital Service Employment & Training Center) সেন্টার স্থাপন;

০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রদানঃ

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা
১	দাসিয়ারছড়া সমন্বয়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২	ধলডাঙ্গা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
৩	উত্তর গোতামারী আজিমবাজার উচ্চ বিদ্যালয়	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
৪	বাঁশকাটা দয়ালটারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
৫	ঠেকর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৬	পাহাড়তলী উচ্চ বিদ্যালয়	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৭	এন.বি. এল হাজি লুৎফর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৮	এন.বি.এল কোট ভাজনী লাল উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

ডিজিটাল সেন্টারের ডিজাইনঃ

০২ টি D-SET (Digital Service Employment and Training) সেন্টার স্থাপনঃ

১। মফিজার রহমান কলেজ সংলগ্ন, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
২। দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

চিত্র ৫৩: প্রস্তাবিত D-SET সেন্টার

"সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন" কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১। কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভূক্ত ০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
২। Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভূক্ত এলাকায় ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy বিষয়ে ১২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩। (NTVQF Level-1) প্রশিক্ষণ প্রদান	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভূক্ত এলাকায় ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে NTVQF*-এর IT Support Technician (NTVQF Level-1) বিষয়ে ৭৮ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪। D-SET স্থাপনের কার্যক্রম	মফিজার রহমান কলেজ সংলগ্ন, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়-এ ০১টি এবং দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রামে ০১টি সহ মোট ০২ (দুই) টি D-SET নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। (i) পূর্ত কাজ মনিটরিং এর লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে এবং মনিটরিং টীম মনিটরিং করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে স্বল্প নির্মাণ শ্রমিক নিয়েও D-SET নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে শ্রমিক স্বল্পতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতাহেতু নির্ধারিত সময় জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। ii) ০২টি D-SET সেন্টারের জন্য e-GP এর মাধ্যমে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের ই-টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দুটি D-SET-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হবে।

চিত্র ৫৪: D-SET মফিজার রহমান কলেজ সংলগ্ন, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

চিত্র ৫৫: D-SET দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ,ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

১৬ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ৫জন প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করে এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উল্লিখিত সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরন ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি মহোদয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধি পূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে "Find Technology; Innovate; Don't Imitate;" উক্তিকে সামনে রেখে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশানুসারে CAMS এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

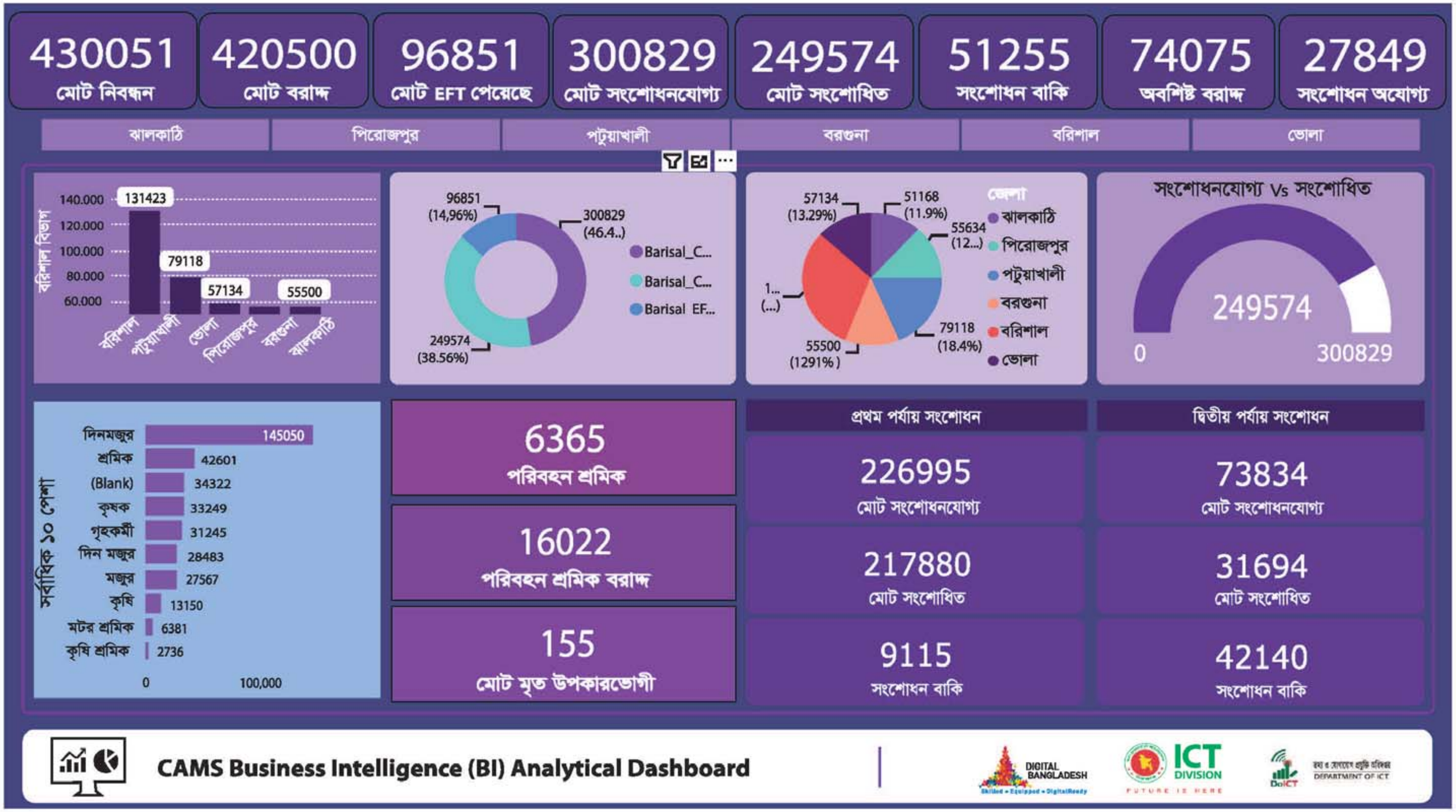

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটিতে সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার উপযোগীকরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ high performance features সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য features গুলো হচ্ছে:

- CAMS মানবিক সহায়তা/সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় সকল সুবিধাভোগীদের তথ্যভান্ডারসহ একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
- পরিচয় (NID তথ্যভান্ডার) এর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিক উপকারভোগী নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক স্বচ্ছ তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

- প্রকৃত উপকারভোগীর সরাসরি উপস্থিতিতে OTP (One Time Password) প্রেরণের মাধ্যমে CAMS-এ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
- ৩৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নিবন্ধন সহায়তা পাওয়া যাবে।
- CAMS সিস্টেমটিতে Secured Socket Layer (SSL) সংযুক্ত এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কর্তৃক নিরাপত্তা পরীক্ষিত।
- CAMS সিস্টেমটিতে বিভিন্ন সেফটিনেটের আওতায় থাকা উপকারভোগীর তালিকার সঙ্গে Cross-Matching এর মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা হতে মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS-এ User Role ভিত্তিক তথ্য হালনাগাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- CAMS Mobile Apps-এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেসিয়াল রিকগনিশন, OTP (One Time Password) ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেম হতে সময়ে সময়ে মানবিক সহায়তা বিতরনের তথ্য, বিতরনের স্থান ও সময় সম্পর্কে উপকারভোগীকে মুঠো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমটি 8 Tier Data Center (4TDC)-এ মাল্টিপল ডাটাবেজ সার্ভার ও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সার এর মাধ্যমে Scalable থাকায় নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব।

CAMS এর মাধ্যমে মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচী-

মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশ থেকে Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

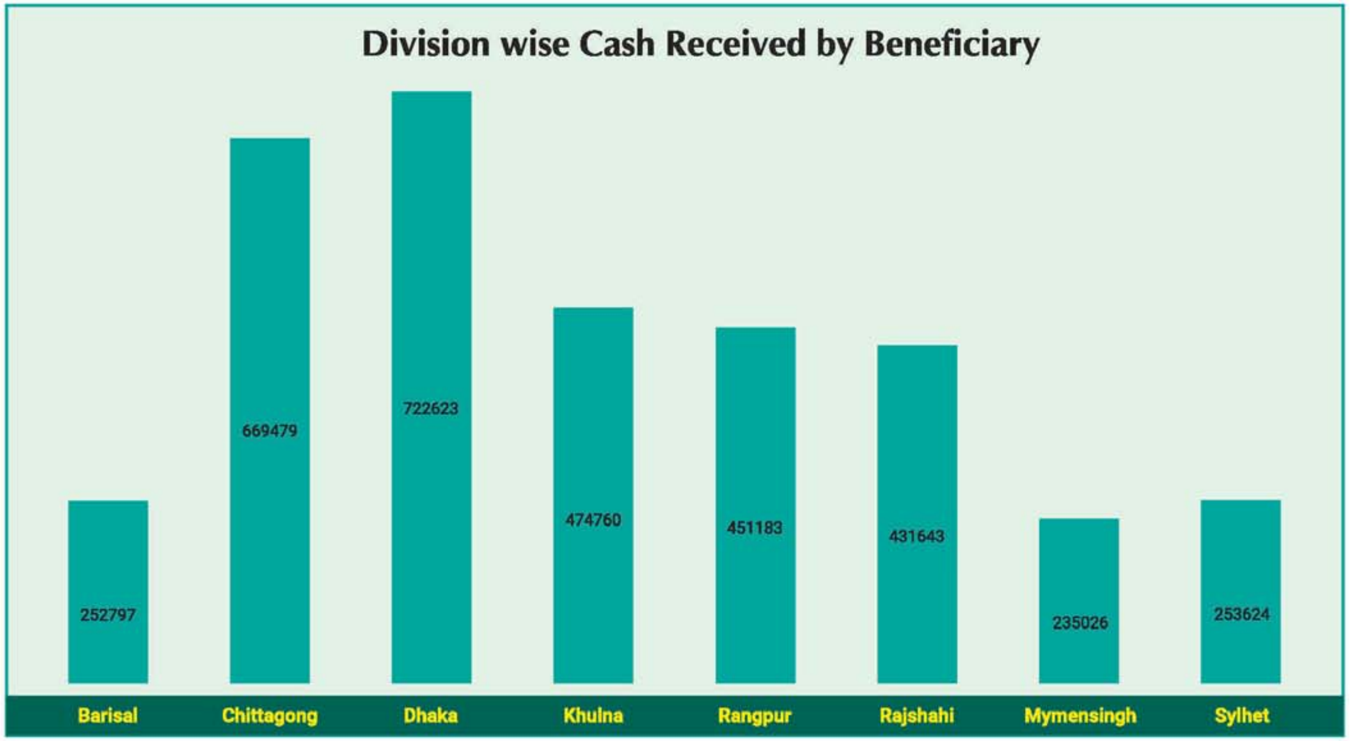

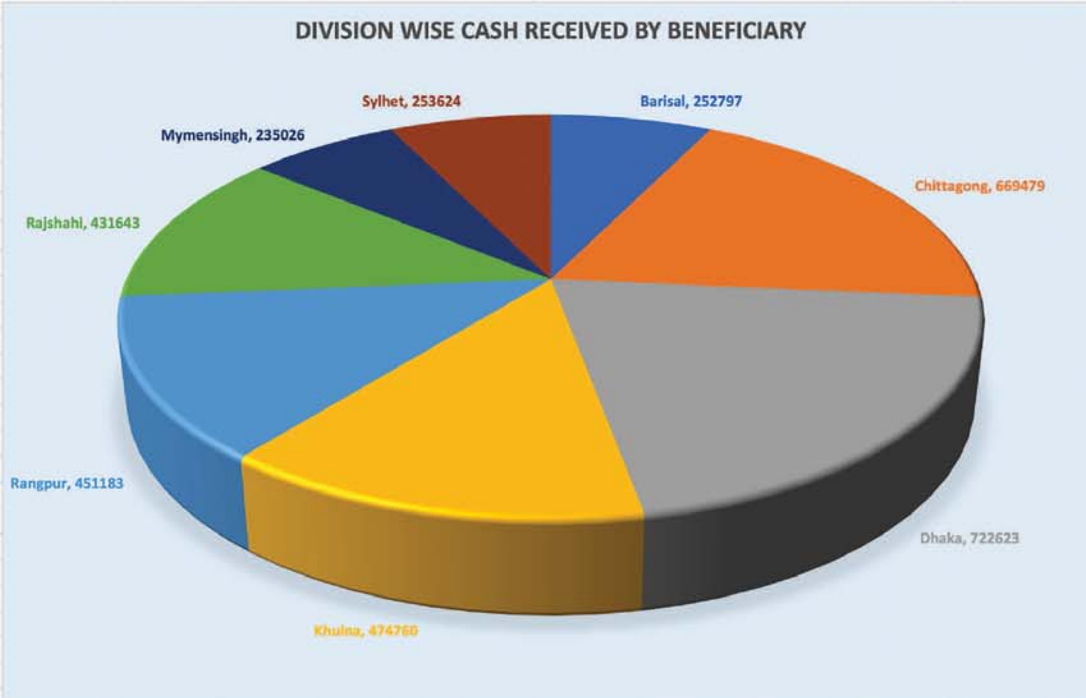

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদারের উপস্থিতিতে ১২/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাদ্য অধিদপ্তর এর সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের Central Aid Management System (CAMS) এর প্রয়োজনীয় Customization চলছে।

Central Aid Management System (CAMS) প্ল্যাটফর্মটি মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

১৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:

১৭.১ "শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন-২য় পর্যায়"
(She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT - Phase-2)

	৪৪ টি জেলার ১৩০ টি উপজেলা
প্রকল্প এলাকা	(নরসিংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, নেত্রকোণা)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৪৩টি জেলার সদর উপজেলাসহ মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০ টি উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১ মাসের মেন্টরশিপ প্রশিক্ষণের আয়োজন।

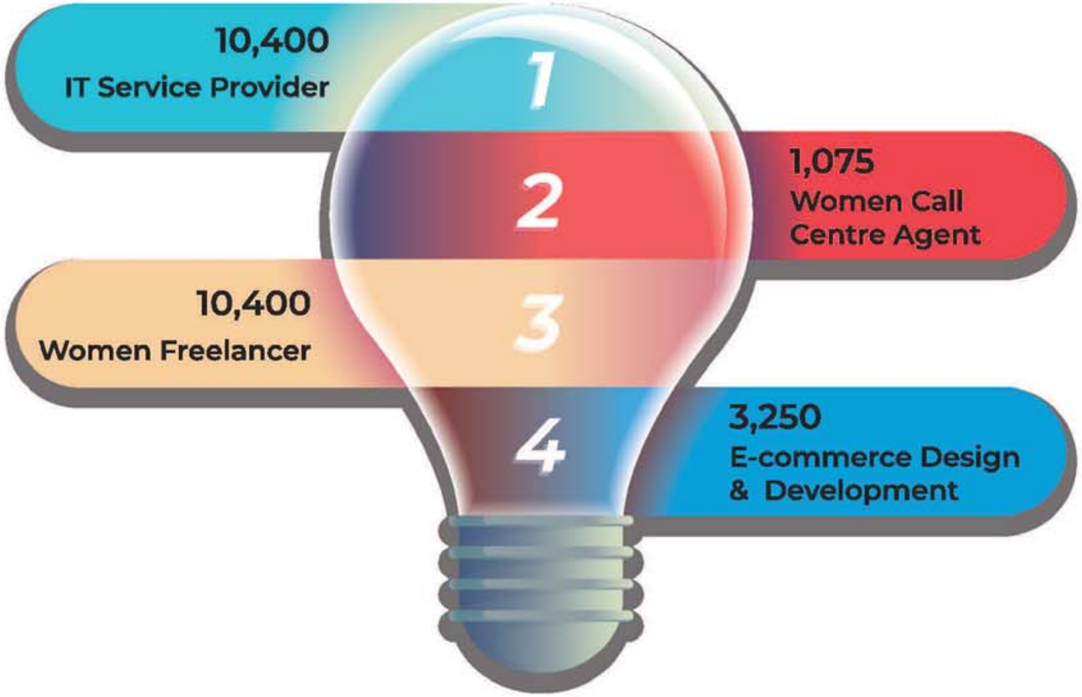

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭.২ প্রকল্পের নাম: ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি পৌঁছে দেয়াসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইসিটি প্লাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৪ মেয়াদে "Establishing Digital Connectivity (EDC)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৫৬: প্রকল্প কার্যপরিধি

প্রকল্পের উপকারিতাঃ

- প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে;
- সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে স্থাপিত ল্যান নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে;
- সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- নাগরিকের বিভিন্ন সিআরভিএস ডাটাবেজ এ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার ইলেকট্রনিক রুপান্তর তরান্বিত হবে;
- কৃষিক্ষেত্রে স্মার্ট টেকনোলজির ব্যাবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পটির উপর ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে ৪টি PEC (Project Evalution Committee) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই একনেক অনুমোদন হবে।

১৭.৩ সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন প্রকল্প (Establishment of LED Display Board in 492 Upazilas)

উদ্দেশ্য

সরকারি বিভিন্ন কর্মকান্ড, তথ্য ও সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রচারের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়তা।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

- মুজিববর্ষ ২০২০-২১ উপলক্ষে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম
- একটি Digital Content Repository System প্রস্তুত
- একটি কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ও মনিটরিং সিস্টেম তৈরি
- ৫৭০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম এবং সেমিনার/সভার আয়োজন।
- কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে ডিজিটাল কন্টেন্ট সরবরাহ ও LED ডিসপ্লে বোর্ড এ প্রদর্শন
- সারাদেশে ৪৯২ টি উপজেলায় LED ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আইসিটি বিভাগে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক-ভাবে প্রেরিত ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগে অনুমোদন ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প'টি পিপিপি মডেলে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে।

১৭.৪ ডিজিটাল অপুরচুনিটি ফর ইয়ূথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

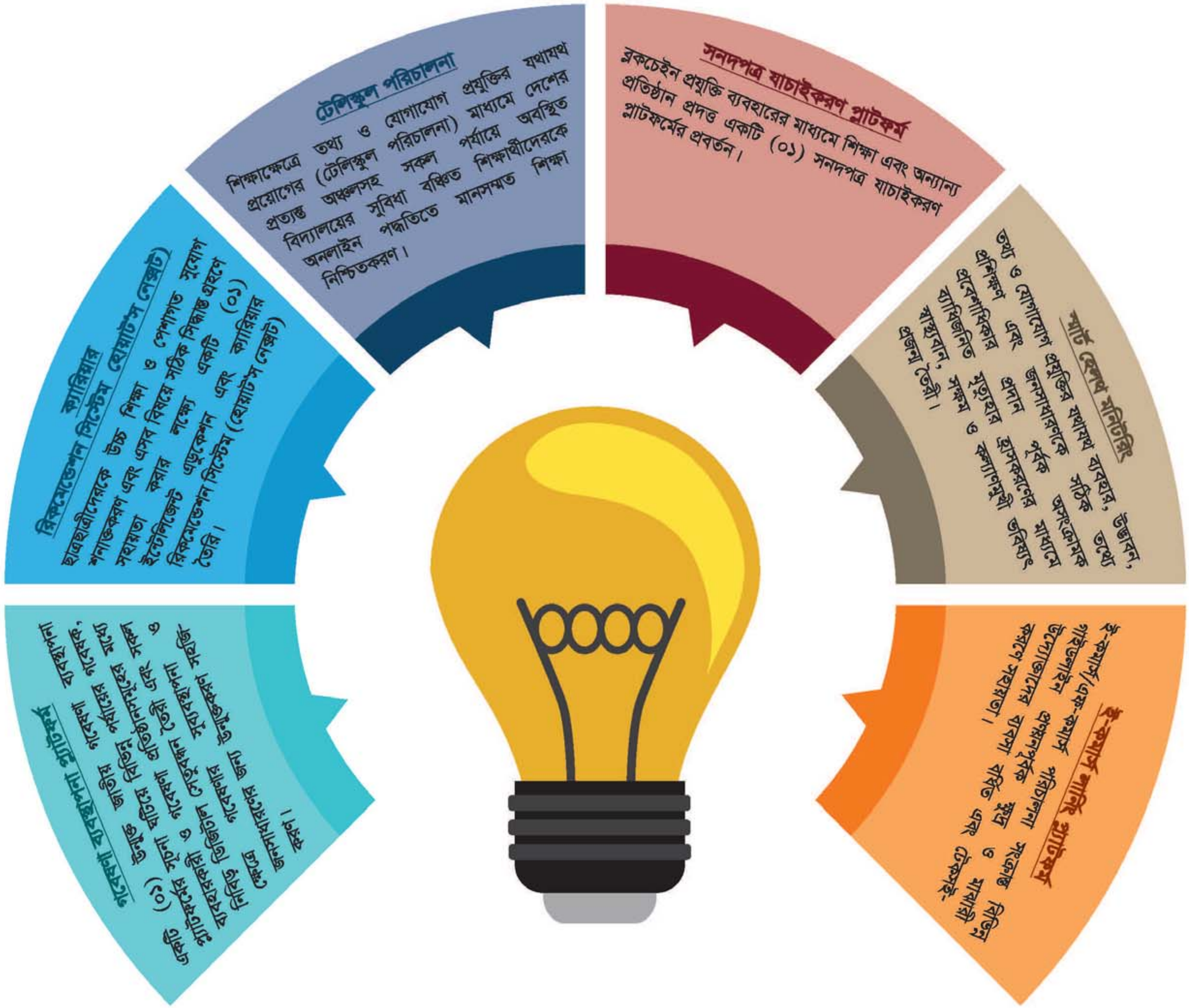

কার্যাবলী

ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (DIGITAL OPPORTUNITY FOR YOUTH)

একটি গবেষণা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরী এবং সমৃদ্ধকরণ। ৩'শতাধিক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, দুই সহস্রাধিক তরুণ গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রচারণার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ। দেশের ১০ টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ডিজিটাল কিয়োস্ক স্থাপন।

গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষা সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন এবং প্রাথমিকভাবে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দুটি প্রশিক্ষণ সনদপত্র প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ে বাস্তবায়ন। প্লাটফর্মটি ব্যবহারের জন্য ২০০ জন ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। তৈরিকৃত প্ল্যাটফর্মটির আরো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা।

৩৭৫ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ৩০০ জন দক্ষ স্মার্ট স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী, এবং তাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পৌছানো, অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ধারণা তৈরি, মাঠপর্যায় হতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাদের তথ্য-উপাত্ত লাভ এবং সচেতনতা সৃষ্টি।

ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের উপযোগী ইন্টার‍্যাক্টিভ ই-কমার্স লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরী এবং প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনা সহজিকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক গত ৭ জুন ২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গত ৩০ জুন, ২০২০ তারিখের আইসিটি বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে ডিপিপি'র ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে গত ১৮ আগস্ট, ২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে আইসিটি বিভাগ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগে গত ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জনবল প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

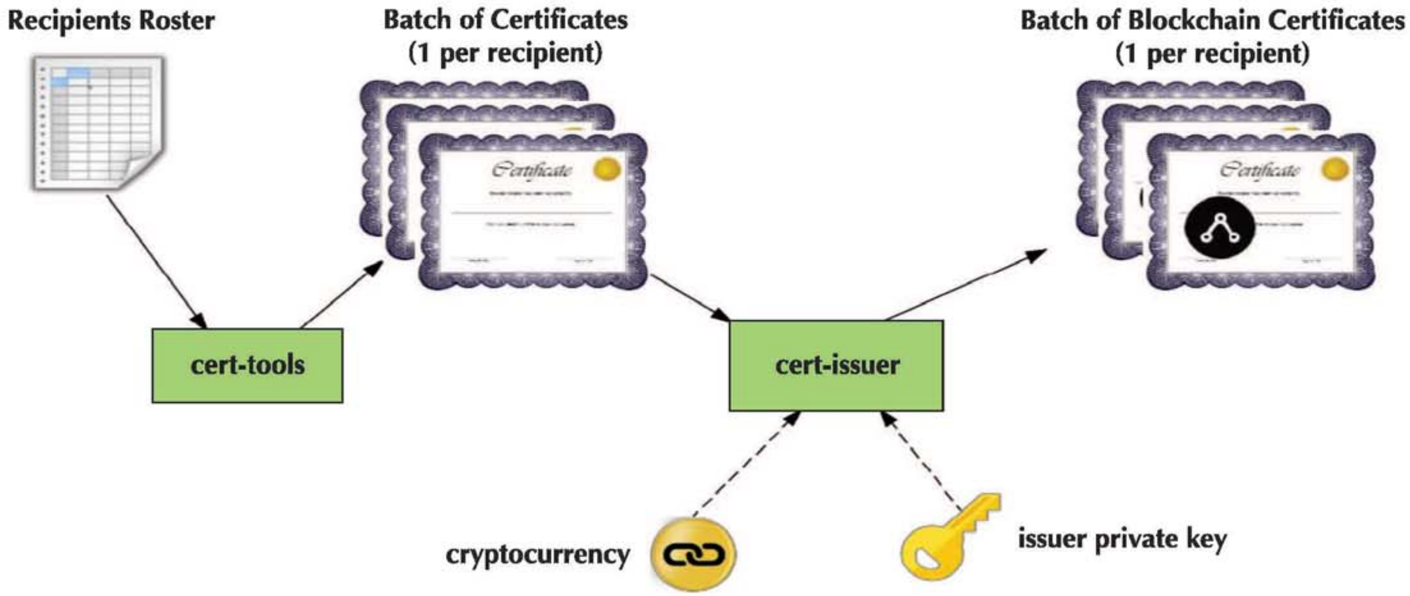

চিত্র ৫৭: ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন।

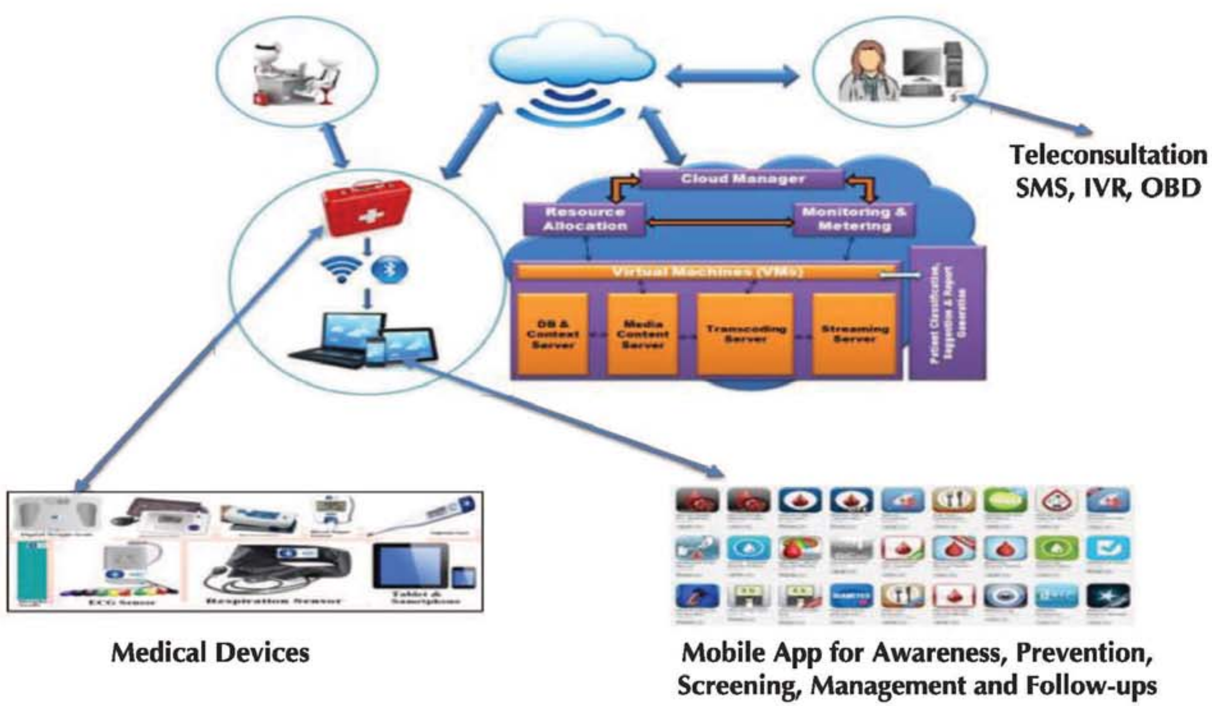

চিত্র ৫৮: প্রান্তিকে ডিজিটাল হেল্‌থ মনিটরিং ও সেবাদানের প্রচলনের মাধ্যমে অসংক্রামক ব্যাধিজনিত মৃত্যুহার হ্রাস

১৭.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

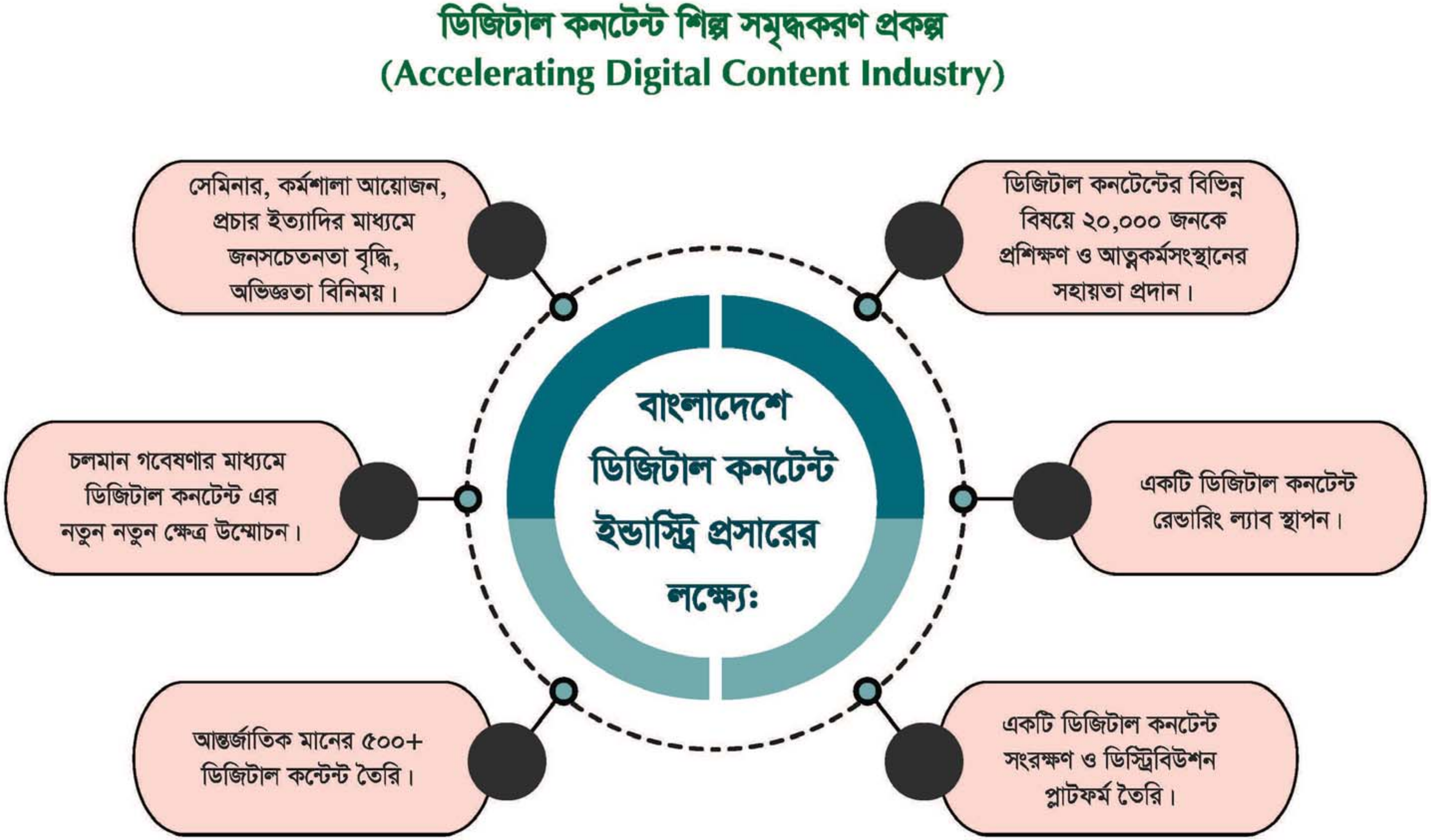

চিত্র ৫৯: প্রকল্পের কার্যপরিধি

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Feasibility Study সম্পাদনের কাজ শেষ পর্যায়ে। DPP তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭.৬ Digitalization of Island, Haor and Beel

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার গ্রামকে শহরে রূপান্তরে নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিপ্লবে মানুষ স্বপ্ন দেখছে উন্নত জীবন যাপনের। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যত বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, শিক্ষা, সেবা ও বিনোদনসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা, আইওটি, রোবোটিকস, ব্লক চেইন সহ নানা প্রযুক্তির উদ্ভব সব কিছুতেই নিয়ে আসছে পরিবর্তন। এই সময়েও সমুদ্র উপকূলীয় দ্বীপ অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল ও বিল অঞ্চলের মানুষেরা প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তিতে বাস্তবিক অর্থেই বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে; ফলস্বরূপ তারা উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসাসহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলের সকল স্থানে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন এখনো সুদূর পরাহত। বৈশ্বয়িক জলবায়ু পরিবর্তনে যে বৈরি অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তার অন্যতম সরাসরি ভুক্তভোগী দ্বীপ, হাওর ও বিল অঞ্চলের মানুষেরা। প্রকৃতির এই বাস্তবতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে মূল ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনে ভুক্তভোগী এই অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে "Digitalization of Island, Haor and Beel" এ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৬০: প্রকল্প কার্যপরিধি

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে প্রতিনিয়ত আইসিটির উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান করে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে সাধারন জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে তরুণ-তরুণীদের নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতেও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তাদের অবদান এবং সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

যোগাযোগ ও মতামতঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

+88-02-8181102

info@doict.gov.bd

www.doict.gov.bd

http://doict.gov.bd/forms/form/feedback

https://www.facebook.com/Department.of.ICT